লগ্নজিতা

নির্বাচন কমিশন কর্মকর্তাদের
৯ম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা-১৩৪৩

বাংলাদেশ
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

৯ম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স

প্রশিক্ষণ মেয়াদকাল
২৩ এপ্রিল – ২৯ জুন ২০১৭

প্রশিক্ষণার্থী
৩৬ (ছত্রিশ) জন

কোর্স উপদেষ্টা
মুঃ আবদুল হাকিম
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার ঢাকা।

কোর্স পরিচালক
কাজী হাসান ইমাম
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার ঢাকা।

কোর্স সমন্বয়ক
১. **মোস্তাক আহম্মেদ**
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার ঢাকা।
২. **ফারজানা ফেরদৌস জামান**
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার ঢাকা।

লিঁয়াজো কর্মকর্তা
সনজয় কুমার শর্মা
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার ঢাকা।

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা-১৩৪৩

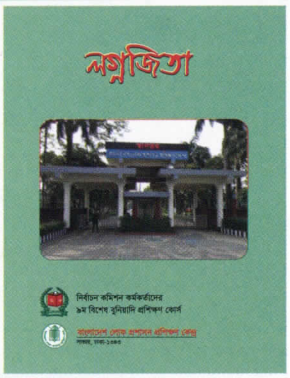

লগ্নজিতা

সম্পাদনা পর্ষদ

উপদেষ্টা
মোস্তাক আহম্মেদ ও ফারজানা ফেরদৌস জামান
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার ঢাকা।

সম্পাদক
মোঃ আশাদুল হক
সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা

সদস্য
মোঃ সাহিদ হোসেন
মাহমুদুর রহমান
জাকিয়া হোসনাইন
মোঃ মমতাজ-আল-শিবলী
মোঃ আবুল হাসনাত

বিশেষ সহযোগিতায়
শাহনাজ পারভীন, নুর-ই-আলম, সিহাব, আনোয়ার হোসাইন প্রমুখ।

বিশেষ কৃতজ্ঞতায়
৯ম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স -এর সকল প্রশিক্ষণার্থী

প্রকাশকাল
২০ জুন ২০১৭

প্রকাশনায়
স্মরণিকা প্রকাশনা কমিটি
৯ম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স -এ
অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
শ্রী বিবেকানন্দ মৃধা

বর্ণবিন্যাস ও মুদ্রণ
ডটনেট লিমিটেড
৫১-৫১/এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
ফোন: ৯৫৬৩৫৭৮, ০১৭১৯৬২৪২৪৮

বাণী

প্রধান নির্বাচন কমিশনার
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

প্রশিক্ষিত শাণিত কর্মকর্তা তৈরি করতে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ থেকে কৃতিত্বের সাথে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ করে এসে নবীন কর্মকর্তাগণ দাঁড়ায় কর্মজীবনের বিশাল আঙ্গিনায়। আর কর্মজীবনের এ নব ভুবনের সাথে পরিচিতি করার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে প্রশিক্ষণ।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন চাই তার কর্মকর্তাদের প্রজ্ঞা, দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দেশের আপামর জনসাধারণের সেবায় নিবেদিত হোক। আর সে লক্ষ্যকে সামনে রেখেই কমিশন সচিবালয় ও মাঠ পর্যায়ের নবীন কর্মকর্তাদের এ বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স।

কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে অধিকতর যোগ্য হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করায় বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভূমিকা সর্বোত্তম ধাপে উন্নীত হয়েছে।

কঠোর শৃঙ্খলা আর প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাঝেও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণকালীন স্মৃতির বাহন হিসেবে 'লগ্নজিতা' নামে স্মরনিকা প্রকাশের এ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

আমি ৯ম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন এর সকল কর্মকর্তার সাফল্য কামনা করছি।

কে এম নূরুল হুদা

সচিব
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
ঢাকা

বাণী

আধুনিক বিশ্বে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা একটি জনপ্রিয় পন্থা। আর গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মূল চালিকা শক্তি হল নির্বাচন অনুষ্ঠান। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন তথা নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা। দেশবাসীর প্রত্যাশিত নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য পেশাগত দক্ষতার কোন বিকল্প নেই; আর সেক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ও মাঠপর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর তাইতো সুচারু-রুপে তাদের দায়িত্ব পালনে দরকার প্রশিক্ষণ।

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি) এর সহায়তায় কমিশন সচিবালয় ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য দুইমাসের যে বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়েছে, তা কর্মকর্তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে বিশেষভাবে সহযোগিতা করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

মানব জীবনের সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে অন্যতম একটি হল স্মৃতিচারণ। মানুষ প্রাকৃতিকভাবেই চাই তার জীবনের ঘটে যাওয়া নানা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা স্মৃতিময় হয়ে থাকুক। বিপিএটিসি-তে ৯ম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের নবীন কর্মকর্তাদের দুইমাসব্যাপী নানা স্মৃতির বাহন হচ্ছে 'লগ্নজিতা' নামে স্মরণিকা প্রকাশের এ উদ্যোগ। তরুণ কর্মকর্তাদের স্মরণিকা প্রকাশের এ মহৎ উদ্যোগের কথা জেনে আমি আনন্দিত হলাম।

আমি প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য এবং মঙ্গল কামনা করছি।

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্

বাণী

রেক্টর
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে
সাভার , ঢাকা

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে চলমান ৯ম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীরা 'লগ্নজিতা' নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত।

নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাদের জন্য আয়োজিত ৯ম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশাসনিক, আর্থিক, টেকসই উন্নয়ন, নেতৃত্বের গুণাবলি, ইংরেজি ভাষা, কম্পিউটার দক্ষতা, খেলাধুলা ও শরীরচর্চাসহ নানাবিধ বিষয়ে ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া প্রশিক্ষণার্থীরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণ করে জনজীবনের আর্থসামাজিক চিত্র বাস্তবে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাত্ত্বিক ও বাস্তবভিত্তিক জ্ঞানের সমন্বয়ে একটি পরিকল্পিত কার্যক্রমের মধ্যদিয়ে তারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও দৃষ্টিভংগির পরিবর্তনের মাধ্যমে যোগ্যতার উন্নতি ও সমৃদ্ধি সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে, যা তাদের কর্মপরিধিকে আরও শাণিত করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

সেবা প্রদানে নিজেকে নিবেদিত করতে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। নবীন কর্মকর্তারা তাদের চাকুরী জীবনের শুরুতেই যে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করলেন তা তাদেরকে জনগণের পরিপূর্ণ সেবক হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি প্রশিক্ষণার্থীদের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

ড. এম আসলাম আলম
রেক্টর ও সরকারের সচিব

বাণী

কোর্স উপদেষ্টা
বিপিএটিসি, সাভার
ঢাকা

৯ম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন এর কর্মকর্তাবৃন্দ 'লগ্নজিতা' নামে একটি স্মরনিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

গ্রহণযোগ্য নির্বাচনই গণতন্ত্রের আত্মা। নির্বাচনের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সর্বস্তরের জনগণের আস্থা অর্জন করা নিঃসন্দেহে একটি দুরূহ কাজ। এজন্য সার্বক্ষণিক অনুশীলন এবং প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ এর একটা ভিত রচনা করে থাকে।

বিপিএটিসি-তে দু'মাসের এ নিবিড় প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলাফল যেন বাস্তব কর্মক্ষেত্রে সততা, নিষ্ঠা, শৃংখলা, নীতি-নৈতিকতা ও আদর্শের প্রতিফলন হয়। রাষ্ট্রের মূল উপাদান জনগণ যদি এ প্রশিক্ষণের স্বাদ হাতেনাতে আস্বাদন করতে পারে তাহলে প্রশিক্ষক এবং প্রশিক্ষণার্থীদের শ্রম স্বার্থক বলে গণ্য হবে। প্রশিক্ষণার্থীগণ হানাহানিমুক্ত এক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে যথোপযুক্ত ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি প্রশিক্ষণার্থীদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি।

মুঃ আবদুল হাকিম

কোর্স পরিচালক
বিপিএটিসি, সাভার
ঢাকা

বাণী

পেশাগত জীবনে সুষ্ঠু এবং নিয়ম নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। নবীন কর্মকর্তাদের জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ এমনই এক পথপ্রদর্শক যা তাঁদের পেশাগত দক্ষতা ও প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হিসেবে তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন এর ৩৬ জন নবীন কর্মকর্তা এবারের ৯ম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণরত কমিশন সচিবালয় ও উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তাবৃন্দ 'লগ্নজিতা' নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে জেনে আমি খুশি হয়েছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশিত এ স্মরণিকাটি তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক সেতুবন্ধনের কাজ করবে।

আমি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন এর কর্মকর্তাদের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

কাজী হাসান ইমাম

সম্পাদকের ডায়েরি থেকে

সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ)
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
ও
সভাপতি, প্রকাশনা কমিটি

বিপিএটিসি বা বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সাথে প্রথম দেখা হয়েছিল ২০০৪ সালে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির উদ্দেশ্যে প্রথম ঢাকায় এসেছিলাম। তার আগে এই প্রতিষ্ঠানের সুখ্যাতির কথা অনেকবার শুনেছিলাম আমারই এক দূরসম্পর্কের চাচার কাছ থেকে। শুনেছিলাম BPATC হলো এমন একটি জায়গা যেখান থেকে প্রশিক্ষণ নেয়ার পর সরকারী কর্মকর্তারা ছড়িয়ে পড়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে- রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে। আরও শুনেছিলাম এখান থেকে প্রশিক্ষণ পাওয়া নাকি সৌভাগ্যের ব্যাপার; কারণ এই প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ নাকি ম্যাজিসস্ট্রেট (সহকারী কমিশনার), এসপি (এএসপি), সচিব (বিভিন্ন পর্যায়ের) আর সরকারী বিশেষ কিছু ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তাদের জন্য নির্দিষ্ট। শুনেছিলাম এখানকার রেক্টর (সচিব) স্যারের দেখা পাওয়াও নাকি বিশেষ কিছু! আর সে সময়েই এ প্রতিষ্ঠান থেকে ট্রেনিং পাওয়ার একটি কাঙ্খিত বীজ মনের জমিনে গজেছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়ার পর যখন সাভার দিয়ে বাসে করে আমার গ্রামের বাড়ি চুয়াডাঙ্গায় যেতাম; সাভার বাজার পার হয়েই বাসের জানালা দিয়ে চেয়ে থাকতাম বিপিটিএসি'র প্রধান গেইট আর এই চত্বরটার সৌন্দর্য এক ঝলকের জন্যে হলেও উপভোগ করার জন্য।

গত ২২ এপ্রিল ২০১৭ বিকেল ৬টা ১৫ মিনিটে আমি বিপিটিএসি'র তৃতীয় গেইট দিয়ে যখন আমার মনের বাগানের স্বপ্নিল চত্বরে প্রথম প্রবেশ করি; তখন মনে হচ্ছিল আমি কি সত্যিই বিপিটিএসি'র চত্বরে - নাকি এটি কোন স্বপ্ন যা আমি এতদিন দেখে এসেছি!

আজ আমি কৃতজ্ঞতা ভরে ধন্যবাদ দিতে চাই নির্বাচন কমিশন সচিবালয় কর্তৃপক্ষকে যারা কমিশন সচিবালয় ও মাঠ পর্যায়ের ৩৬ জন তরুণ কর্মকর্তাকে ফাউন্ডেশন ট্রেনিং কোর্সের জন্য বিপিটিএসি-তে পাঠিয়েছেন।

দুই মাসের বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স (৯ম) থেকে আমরা যা শিখেছি তা আমাদেরকে এই চত্বরে প্রবেশের সময়কার আর কোর্স শেষের কর্মকর্তার মধ্যে অনেক পার্থক্যের সৃষ্টি করে দিয়েছে। আমরা দীক্ষা পেয়েছি কিভাবে একজন অফিসার হয়ে উঠতে হয়। আমরা জনসেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার শিক্ষা পেয়েছি এ প্রশিক্ষণ কোর্স থেকে।

বিপিএটিসি আমাদেরকে শুধু মানষিকভাবেই তৈরি করেনি, শারীরিকভাবে ফিট করার জন্য খেলা-ধুলার পাশাপাশি শিখিয়েছে নানা শারীরিক কসরত যা কর্মকর্তাদের সুস্থ দেহ ও মনকে সবল রাখতে সহায়তা করবে।

'লগ্নজিতা' নামে আমাদের দুই মাসের এই প্রশিক্ষণের নানা স্মৃতির বাহন এই স্যুভেনির। এর প্রকাশনায় বিশেষ সহায়তা করার জন্য ধন্যবাদ জানাই বিপিটিএসি'র কোর্স পরিচালনা পর্ষদকে। বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই সম্পাদনা পর্ষদকে যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমেই এই প্রকাশনাটি আমরা প্রকাশ করতে পেরেছি। আমি কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই এই কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক কর্মকর্তাকে যাদের আন্তরিক সহযোগিতা আমাদের এ প্রকাশনাটি সম্পন্ন করতে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছে।

সবার কাছে সবিনয়ে অনুরোধ এই স্মরনিকার ভুলত্রুটিগুলো ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

মোঃ আশাদুল হক

শুভেচ্ছা বক্তব্য

উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা
জৈন্তাপুর, সিলেট
ও
সদস্য সচিব, প্রকাশনা কমিটি

ফাউন্ডেশন কোর্স সরকারী কর্মচারীদের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা এর মধ্যদিয়ে একজন কর্মচারীর জীবনে মৌলিক পরিবর্তন আসে। বদলে যায় তার জীবনের প্যারাডাইম, সাথে দৃষ্টিভঙ্গি। একটি বিষয়কে ভিন্ন আঙ্গিকে দেখার ক্ষমতা লাভ করে। আমরা যারা জনগণের সেবা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করি তাদের ক্ষেত্রে এর তাৎপর্য আরও নিগূঢ়। তাই ফাউন্ডেশন কোর্সে আসার আগে মনের মধ্যে একটা কৌতূহল কাজ করে বিপিএটিসির কাঠামো সম্পর্কে। যদিও বন্ধু বান্ধবদের কাছ থেকে টুকটাক শুনেছিলাম কিন্তু কৌতূহল কমার বদলে বেড়েছে।

এখানে এসে যখন কমিটি তৈরি করার বিষয়টা আসে তখনই স্মরণিকা কমিটিতে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিই। আমার নিজের এ বিষয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলেও বিপিএটিসির প্রতিদিনের রুটিন শেষ করে একটা স্যুভিনির তৈরি করাটা অনেক কষ্টসাধ্য। কেবল মাত্র যাদের অভিজ্ঞতা আছে তারাই বুঝবেন। সকাল ৫.৩০ টায় শুরু হওয়া কার্যক্রম যেখানে শেষ হয় রাত ৯.৩০ টায়। এর মাঝে ৭/৮ বার কাপড় পরিবর্তন করতে হয় মাত্র। তবে এখানে এসে যা আমাকে সবচেয়ে বেশি মোহিত করেছে তা হল টাইমিং। এত চমৎকার সময় ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশে আর কোন প্রতিষ্ঠানে দেখিনি। আর পিএটিসির মনিং এর সৌন্দর্য বর্ণণা করার মত না। যদিও রোজার কারণে পুরো দুইমাস উপভোগ করার সুযোগ হয়নি।

ক্লাস ম্যানেজমেন্ট কমিটির সার্বিক সহযোগীতায় এবং স্পিকারদের প্রাণবন্ত উপস্থাপনার মধ্যদিয়ে খুব দ্রুতই দুইটি মাস জীবন থেকে চলে যায়। শেষ প্রান্তে এসে মনে হচ্ছে আরও কয়েকটা দিন হলে ভালই হতো। আমরা মোট ৩৬ জন অংশগ্রহণকারী দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে জড়ো হয়েছিলাম। বেশ কয়েকজনের সাথে পূর্বপরিচয় থাকলেও বাকীদের তেমন চিনতাম না। কারণ এখানে ব্যাচমেট ছাড়াও সিনিয়র জুনিয়রের অংশগ্রহণ ছিল। শুরুতে সবার মধ্যে খুব ঘণিষ্টতা না থাকলেও পিএটিসির কার্যক্রম আমাদেরকে এক পরিবারের সদস্য করে তুলেছে। বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন কোড নাম প্রদান করা হয়েছে। গড়ে তোলা হয়েছে ৩৬ জনের একটি সাম্রাজ্য যেখানে সবাই সমান। গ্লোবালাইজেশন যেমন পুরো পৃথিবীর দেয়াল ভেঙ্গে দিয়েছে তেমনই পিএটিসি আমাদের ভিতরকে ভেঙ্গে-চুড়ে এক করেছে।

স্মরণিকাতে লেখা দেয়ার জন্য বারবার ক্লাসের ফাঁকে মাইকে সবাইকে বিরক্ত করেছি। আশাকরি এটা সবাই ভুলে যাবে। এ ব্যাপারে সহযোগিতার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। স্মরণিকা কমিটির প্রতিটি সদস্য বিশেষ করে আসাদ সাহেবের ভূমিকা অনন্য। ক্লাস ম্যানেজমেন্ট কমিটি বিশেষ করে মোস্তাক ও ফারজানা স্যারকে স্মরণিকা প্রকাশে পরামর্শ ও উৎসাহ প্রদানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সেই সাথে পিএটিসির ফ্যাকাল্টিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি তাদের অশেষ সহযোগিতার জন্য। কোর্স পরিচালক, কোর্স পরামর্শক এবং রেক্টর মহোদয়ের সময়োপযোগী ও সঠিক পরামর্শ প্রদান করে আমাদের অসাধ্যকে সাধন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ভুলার নয়। সর্বোপরি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ সকল কমিশনারবৃন্দ এবং সচিব মহোদয়ের প্রতি আমাদের এমন একটা সুন্দর, সার্থক এবং প্রয়োজনীয় ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করার জন্য।

অতি অল্প সময়ে এবং কর্মব্যস্ততার মধ্যদিয়ে স্মরণিকাটি প্রকাশ করা হয়েছে। তাই ভুলত্রুটি থাকাটা অসম্ভব নয়। পাঠকের প্রতি অনুরোধ থাকবে ভুলগুলো ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য।

মোঃ আবুল হাসনাত

কোর্স ম্যানেজমেন্ট

ড. এম আসলাম আলম
রেক্টর
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

মুঃ আবদুল হাকিম
কোর্স উপদেষ্টা
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

কাজী হাসান ইমাম
কোর্স পরিচালক
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

মোস্তাক আহম্মেদ
কোর্স কো-অর্ডিনেটর
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে
সাভার, ঢাকা

ফারজানা ফেরদৌস জামান
কোর্স কো-অর্ডিনেটর
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে
সাভার, ঢাকা

সনজয় কুমার শর্মা
মূল্যায়ন কর্মকর্তা
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে
সাভার, ঢাকা

স্যুভেনির কমিটি

মেস কমিটি

এনভারনমেন্ট কমিটি

স্পোর্টস কমিটি

আইসিটি কমিটি

কালচারাল কমিটি

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

Inaugural Ceremony
Bangladesh Public Administration Training Centre

আমরা যখন ক্লাস রুমে

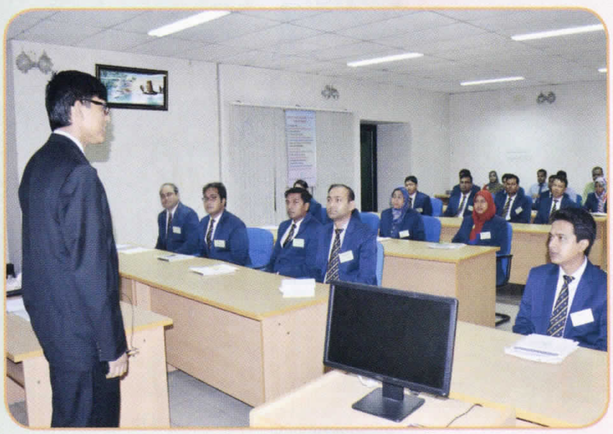

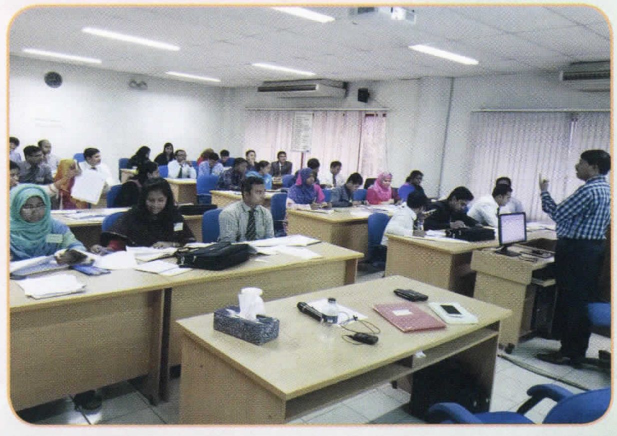

আমরা যখন ক্লাস রুমে

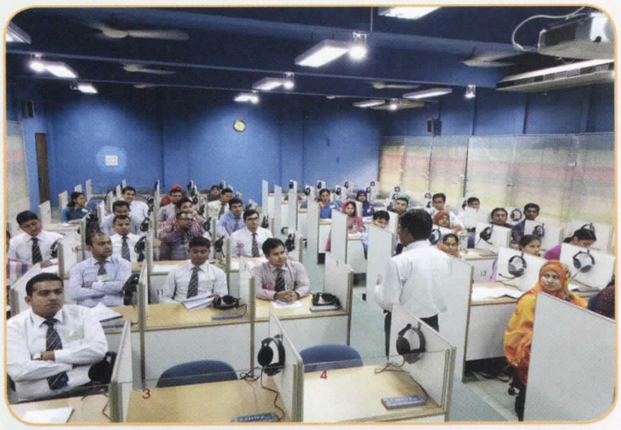

অটুট বন্ধনে আমরা

যখন শরীর চর্চায়

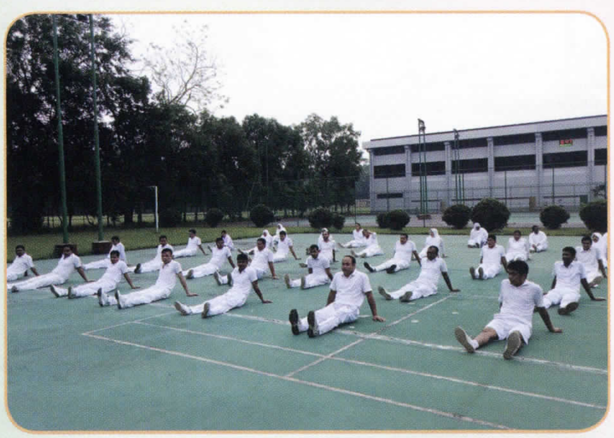

আমরা যখন ফিল্ড এ্যাটাচমেন্টে

আমরা যখন ফিল্ড এ্যাটাচমেন্টে

আমরা যখন খেলার মাঠে

সারা দুনিয়া যখন সেলফিতে তখন আমরা...

বিপিএটিসির সৌন্দর্য

যখন গেস্ট নাইটে

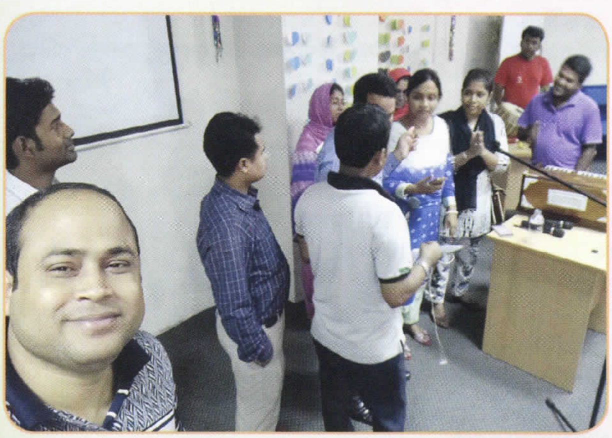
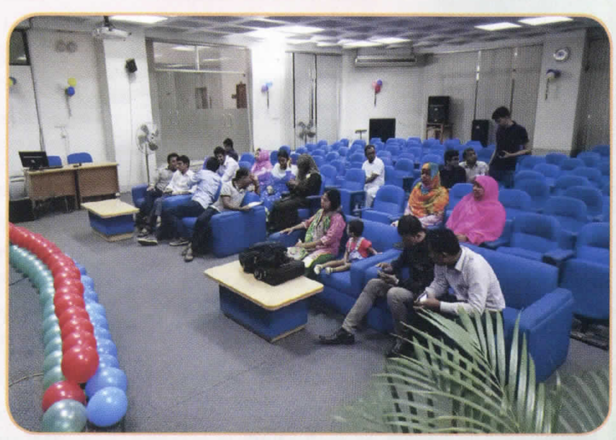

আমরা যারা এ প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছি

পরিচয় পর্ব

নাম	:	মোঃ আশাদুল হক
পদবীসহ বর্তমান কর্মস্থল	:	সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।
পিতার নাম	:	মোঃ গিয়াস উদ্দিন
মাতার নাম	:	জোবেদা খাতুন
বৈবাহিক অবস্থা	:	বিবাহিত
রক্তের গ্রুপ	:	ও + (ও পজেটিভ)
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম: বেলগাছি, পো: ডাউকি-বেলগাছি, থানা: আলমডাঙ্গা, জেলা: চুয়াডাঙ্গা-৭২১০
মোবাইল	:	০১৭৪৫ ১২৯৭২৬
ই-মেইল	:	ashadumcj@gmail.com

নাম	:	জিন্নাত আরা
পদবীসহ বর্তমান কর্মস্থল	:	উপজেলা নির্বাচন অফিসার, পূর্বধলা, নেত্রকোনা
পিতার নাম	:	মোহাম্মদ আব্দুল হাই
মাতার নাম	:	মাকসুদা খানম
বৈবাহিক অবস্থা	:	বিবাহিত
রক্তের গ্রুপ	:	ও + (ও পজেটিভ)
স্থায়ী ঠিকানা	:	৪/৭ মসজিদ রোড, ভাটিকাশর বড়বাড়ি, পো: ময়মনসিংহ, থানা: কোতোয়ালী, জেলা: ময়মনসিংহ
মোবাইল	:	০১৯২১ ৮৩৮৮৭২
ই-মেইল	:	ueo.purbodhala@gmail.com

নাম	:	মোঃ নূর-ই-আলম
পদবীসহ বর্তমান কর্মস্থল	:	উপজেলা নির্বাচন অফিসার, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর
পিতার নাম	:	মোঃ ওয়ালিয়ার রহমান
মাতার নাম	:	মোছাঃ সাবেরা বেগম
বৈবাহিক অবস্থা	:	বিবাহিত
রক্তের গ্রুপ	:	ও + (ও পজেটিভ)
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম: রাধানগর, পো: রাধানগর, উপজেলা: আটোয়ারী, জেলা: পঞ্চগড়
মোবাইল	:	০১৭১৩ ৩০৫১১৫
ই-মেইল	:	alam.elecoff@gmail.com

নাম	:	মোঃ সিহাব উদ্দিন
পদবীসহ বর্তমান কর্মস্থল	:	উপজেলা নির্বাচন অফিসার, আটপাড়া, নেত্রকোনা
পিতার নাম	:	মোঃ বাকের মন্ডল
মাতার নাম	:	মিসেস জুলেখা বেগম
বৈবাহিক অবস্থা	:	বিবাহিত
রক্তের গ্রুপ	:	এ + (এ পজেটিভ)
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম: পূর্ব ফিলিপনগর, পো: ফিলিপনগর, উপজেলা: দৌলতপুর, জেলা: কুষ্টিয়া
মোবাইল	:	০১৭১৯ ৪৩৯৫৯৫
ই-মেইল	:	shihab218@yahoo.com

নাম	:	জন কেনেথ রিছিল
পদবীসহ বর্তমান কর্মস্থল	:	উপজেলা নির্বাচন অফিসার, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ
পিতার নাম	:	জর্জ রুরাম
মাতার নাম	:	নীলিমা রিছিল
বৈবাহিক অবস্থা	:	বিবাহিত
রক্তের গ্রুপ	:	বি+ (বি পজেটিভ)
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম+ পো: রানীখং, উপজেলা: দুর্গাপুর, জেলা: নেত্রকোনা
মোবাইল	:	০১৯১১ ২৬১৯৮০
ই-মেইল	:	jkr.rubel@gmail.com

আমরা যারা এ প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছি

নাম	:	জেবুন্নেছা শাম্মী
পদবীসহ বর্তমান কর্মস্থল	:	উপজেলা নির্বাচন অফিসার ,কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা, কুড়িগ্রাম
পিতার নাম	:	মোঃ জালাল উদ্দিন মৃধা
মাতার নাম	:	মিসেস সুফিয়া বেগম
বৈবাহিক অবস্থা	:	বিবাহিত
রক্তের গ্রুপ	:	বি + (বি পজেটিভ)
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম: মালিগাছা, উপজেলা: বাগাতিপাড়া, জেলা: নাটোর
মোবাইল	:	০১৭৪৪ ৭১৪৩১৪
ই-মেইল	:	jebushammi@gmail.com

নাম	:	সৈয়দা শারমিন সুলতানা
পদবীসহ বর্তমান কর্মস্থল	:	উপজেলা নির্বাচন অফিসার, বাসাইল, টাঙ্গাইল
পিতার নাম	:	সৈয়দ নাজিম উদ্দিন
মাতার নাম	:	শাকিলা সুলতানা
বৈবাহিক অবস্থা	:	অবিবাহিত
রক্তের গ্রুপ	:	ও + (ও পজেটিভ)
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম:+ পো: গড়াডোবা, উপজেলা: কেন্দুয়া, জেলা: নেত্রকোনা
মোবাইল	:	০১৭৯৬ ২৮০৪৬১
ই-মেইল	:	sharminsyeda@gmail.com

নাম	:	মোঃ জায়েদ ইবনে আবুল ফজল
পদবীসহ বর্তমান কর্মস্থল	:	উপজেলা নির্বাচন অফিসার, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর
পিতার নাম	:	মোঃ আবুল ফজল
মাতার নাম	:	জাহানারা বেগম
বৈবাহিক অবস্থা	:	অবিবাহিত
রক্তের গ্রুপ	:	ও + (ও পজেটিভ)
স্থায়ী ঠিকানা	:	মাসুমপুর (উত্তর পাড়া), সিরাজগঞ্জ
মোবাইল	:	০১৭৮০ ২১৯৪৪৪
ই-মেইল	:	zayed097@gmail.com

নাম	:	মোছাঃ খায়রুন নাহার
পদবীসহ বর্তমান কর্মস্থল	:	সহকারী পরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
পিতার নাম	:	মৃত: আব্দুল খালেক
মাতার নাম	:	মোছাঃ মাজেদা বেগম
বৈবাহিক অবস্থা	:	বিবাহিত
রক্তের গ্রুপ	:	বি+ (বি পজেটিভ)
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম: কলম, উপজেলা: সিংড়া, জেলা: নাটোর
মোবাইল	:	০১৭৩৭ ১২২৭৬৮
ই-মেইল	:	sheuly_bau@ymail.com

নাম	:	ফারিজা নূরু
পদবীসহ বর্তমান কর্মস্থল	:	উপজেলা নির্বাচন অফিসার, পলাশ, নরসিংদী
পিতার নাম	:	মুহাম্মদ নুরুন নবী
মাতার নাম	:	হোসনে আরা বেগম
বৈবাহিক অবস্থা	:	বিবাহিত
রক্তের গ্রুপ	:	বি + (বি পজেটিভ)
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম: ভোলানাথপুর, পো: পশ্চিমবাজার, উপজেলা: রূপগঞ্জ, জেলা: নারায়ণগঞ্জ
মোবাইল	:	০১৭৯৫ ৭৪৩৩০৯
ই-মেইল	:	farizanur@gmail.com

আমরা যারা এ প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছি

পরিচয় পর্ব

নাম	:	সিফাত জাহান
পদবীসহ বর্তমান কর্মস্থল	:	সহকারী প্রোগ্রামার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
পিতার নাম	:	মোঃ আঃ হামিদ মিঞা
মাতার নাম	:	বকুল বেগম
বৈবাহিক অবস্থা	:	বিবাহিত
রক্তের গ্রুপ	:	এ বি + (এ বি পজেটিভ)
স্থায়ী ঠিকানা	:	২৫, স্ট্যাণ্ড রোড, ঝালকাঠী, পোঃ ঝালকাঠী জেলাঃ ঝালকাঠী
মোবাইল	:	০১৯১১ ৬১৪০৯৮
ই-মেইল	:	shifat.jahan11@gmail.com

নাম	:	সুমিয়ারা পারভিন
পদবীসহ বর্তমান কর্মস্থল	:	উপজেলা নির্বাচন অফিসার, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়
পিতার নাম	:	মোঃ সামসুল হক
মাতার নাম	:	রওশনারা বেগম
বৈবাহিক অবস্থা	:	বিবাহিত
রক্তের গ্রুপ	:	ও + (ও পজেটিভ)
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রামঃ ভেড়ভেড়ী, পোঃ টংগুয়া, থানাঃ খানসামা, জেলাঃ দিনাজপুর
মোবাইল	:	০১৭২৩ ৫৮৬০১৯
ই-মেইল	:	ec.sumiparvin@gmail.com

নাম	:	মীরদাহ মোসাম্মদ শাহনাজ পারভীন
পদবীসহ বর্তমান কর্মস্থল	:	উপজেলা নির্বাচন অফিসার, দুর্গাপুর, রাজশাহী
পিতার নাম	:	মীরদাহ মোহাম্মদ বেলায়েত হোসাইন
মাতার নাম	:	এম, এম লতিফা হোসাইন
বৈবাহিক অবস্থা	:	বিবাহিত
রক্তের গ্রুপ	:	ও + (ও পজেটিভ)
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রামঃ মহেশপুর, পোঃ জোনাসুর, থানাঃ কাশিয়ানী, জেলাঃ গোপালগঞ্জ
মোবাইল	:	০১৯১৭ ০৫৬৪৪৫
ই-মেইল	:	shahnaz_ripa@yahoo.com.in

নাম	:	সুস্মিতা রায়
পদবীসহ বর্তমান কর্মস্থল	:	উপজেলা নির্বাচন অফিসার, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ
পিতার নাম	:	সুনীল কুমার রায়
মাতার নাম	:	পূর্নিমা রায়
বৈবাহিক অবস্থা	:	বিবাহিত
রক্তের গ্রুপ	:	বি + (বি পজেটিভ)
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রামঃ নলদিঘি, পোঃ সাহাগোলা, থানাঃ রানীনগর, জেলাঃ নওগাঁ
মোবাইল	:	০১৭১৮ ৮৭২৪৮৬
ই-মেইল	:	susmitaroy456@gmail.com

নাম	:	মোঃ আরিফুল ইসলাম
পদবীসহ বর্তমান কর্মস্থল	:	উপজেলা নির্বাচন অফিসার, রামগতি, লক্ষ্মীপুর
পিতার নাম	:	মোঃ সিরাজুল ইসলাম
মাতার নাম	:	তৈয়্যবা খাতুন
বৈবাহিক অবস্থা	:	বিবাহিত
রক্তের গ্রুপ	:	বি + (বি পজেটিভ)
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রামঃ বালিগাঁও, পোঃ আফতাব বিবির হাট, থানাঃ ফেনী সদর, জেলাঃ ফেনী-৩৯০০
মোবাইল	:	০১৮১৫ ২৮১৫৬০
ই-মেইল	:	arifbmb2004@gmail.com

আমরা যারা এ প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছি

নাম	:	দেয়ালী পাল
পদবীসহ বর্তমান কর্মস্থল	:	উপজেলা নির্বাচন অফিসার, সদর, নেত্রকোণা
পিতার নাম	:	ভবেশ পাল
মাতার নাম	:	অনিতা পাল
বৈবাহিক অবস্থা	:	বিবাহিত
রক্তের গ্রুপ	:	ও + (ও পজেটিভ)
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম: ফুদকীপাড়া, পো: ঘোড়ামারা, থানা: বোয়ালিয়া, জেলা: রাজশাহী
মোবাইল	:	০১৭২৯ ৫১৬১৩০
ই-মেইল	:	dewalibec@gmail.com

নাম	:	অরুন উদয় ত্রিপুরা
পদবীসহ বর্তমান কর্মস্থল	:	উপজেলা নির্বাচন অফিসার, নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান পার্বত্য জেলা
পিতার নাম	:	শম্ভু কুমার ত্রিপুরা
মাতার নাম	:	নিরুপমা ত্রিপুরা
বৈবাহিক অবস্থা	:	অবিবাহিত
রক্তের গ্রুপ	:	ও + (ও পজেটিভ)
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম: খাগড়ানুর, পো:+উপজেলা: খাগড়াছড়ি সদর, জেলা: খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা
মোবাইল	:	০১৭৭২ ৬৮৫৭৩০
ই-মেইল	:	aruntripura30@gmail.com

নাম	:	হাসিব বিন শাহাব
পদবীসহ বর্তমান কর্মস্থল	:	উপজেলা নির্বাচন অফিসার, লালপুর, নাটোর
পিতার নাম	:	মোঃ শাহাব উদ্দিন
মাতার নাম	:	সাজেদা সুলতানা
বৈবাহিক অবস্থা	:	অবিবাহিত
রক্তের গ্রুপ	:	বি + (বি পজেটিভ)
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম: বাঘইল, কলপাড়া, থানা: ঈশ্বরদী, জেলা: পাবনা
মোবাইল	:	০১৮২২ ৮৫২৭৮৩
ই-মেইল	:	rain01822@gmail.com

নাম	:	মোঃ সাখাওয়াৎ হোসেন
পদবীসহ বর্তমান কর্মস্থল	:	উপজেলা নির্বাচন অফিসার, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ
পিতার নাম	:	মোঃ আব্দুল জলিল
মাতার নাম	:	ফরিদা বেগম
বৈবাহিক অবস্থা	:	বিবাহিত
রক্তের গ্রু	:	ও + (ও পজেটিভ)
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম: স্বল্পকর্ণা, ডাকঘর: চানতারা, উপজেলা: ঘাটাইল, জেলা: টাঙ্গাইল
মোবাইল	:	০১৭৩২ ৫৯৭২৭৪
ই-মেইল	:	sakhawathosen1986@gmail.com

নাম	:	মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল
পদবীসহ বর্তমান কর্মস্থল	:	উপজেলা নির্বাচন অফিসার, মনপুরা, ভোলা
পিতার নাম	:	মুহাম্মদ আব্দুস সালাম
মাতার নাম	:	অজুফা খাতুন
বৈবাহিক অবস্থা	:	অবিবাহিত
রক্তের গ্রুপ	:	ও + (ও পজেটিভ)
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম: জোকা ভাটিয়াপাড়া, ডাক: ভারুয়াখালী,উপজেলা: জামালপুর সদর, জেলা: জামালপুর
মোবাইল	:	০১৭২২ ০৩৪৬৯০
ই-মেইল	:	mostofa_tex31@yahoo.com

আমরা যারা এ প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছি

পরিচয় পর্ব

নাম	:	মোঃ আনোয়ার হোসেন
পদবীসহ বর্তমান কর্মস্থল	:	উপজেলা নির্বাচন অফিসার, কচুয়া, চাঁদপুর
পিতার নাম	:	মোঃ মইনুল হক
মাতার নাম	:	মোছাঃ মুনেছা বেগম
বৈবাহিক অবস্থা	:	বিবাহিত
রক্তের গ্রুপ	:	বি + (বি পজেটিভ)
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম: যাদববাটী, ডাকঘর: পুরাতন আটোয়ারী উপজেলা: আটোয়ারী, জেলা: পঞ্চগড়
মোবাইল	:	০১৭৫৮ ৫৫৪৪৮৮
ই-মেইল	:	anwar.ecb@gmail.com

নাম	:	মোঃ সাহিদ হোসেন
পদবীসহ বর্তমান কর্মস্থল	:	থানা নির্বাচন অফিসার, ডবলমুরিং, চট্টগ্রাম
পিতার নাম	:	মোঃ মফিজুল হক
মাতার নাম	:	জোহরা বেগম
বৈবাহিক অবস্থা	:	বিবাহিত
রক্তের গ্রুপ	:	বি + (বি পজেটিভ)
স্থায়ী ঠিকানা	:	বাইশ সিন্দুর বাজার, চাটখিল, নোয়াখালি
মোবাইল	:	০১৮১৪ ১০৪৯১২
ই-মেইল	:	mailtoshahid4725@yahoo.com

নাম	:	মোঃ তাজুল রায়হান
পদবীসহ বর্তমান কর্মস্থল	:	উপজেলা নির্বাচন অফিসার, সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা
পিতার নাম	:	মোঃ আমিরুল ইসলাম
মাতার নাম	:	তসলিমা জেসমিন
বৈবাহিক অবস্থা	:	অবিবাহিত
রক্তের গ্রুপ	:	এ বি + (এ বি পজেটিভ)
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম: সরলিয়া, ডাকঘর: কালমেঘ, উপজেলা: বালিয়াডাঙ্গী, জেলা: ঠাকুরগাঁও
মোবাইল	:	০১৭২০ ৪৪৮২২৭
ই-মেইল	:	tajulraihan@gmail.com

নাম	:	ফারজানা রহমান
পদবীসহ বর্তমান কর্মস্থল	:	সহকারী পরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
পিতার নাম	:	মোঃ গাজিউর রহমান
মাতার নাম	:	আমিনা রহমান
বৈবাহিক অবস্থা	:	অবিবাহিত
রক্তের গ্রুপ	:	ও + (ও পজেটিভ)
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম: ফুলবাড়ি, ডাকঘর: হেমনগর, উপজেলা: গোপালপুর, জেলা: টাঙ্গাইল
মোবাইল	:	০১৯১১ ৩১৯৫০১
ই-মেইল	:	farzanarahman270@yahoo.com

নাম	:	মোঃ আব্দুস সালাম
পদবীসহ বর্তমান কর্মস্থল	:	উপজেলা নির্বাচন অফিসার, নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা
পিতার নাম	:	মোঃ মোজাম্মেল হক
মাতার নাম	:	মোসাঃ সালমা বেগম
বৈবাহিক অবস্থা	:	বিবাহিত
রক্তের গ্রুপ	:	এ + (এ পজেটিভ)
স্থায়ী ঠিকানা	:	বাসা নং- ৩৮৯/০৫, গ্রাম: মিঠাপুকুর, ডাকঘর: পঞ্চগড়-৫০০০, উপজেলা: পঞ্চগড় সদর, জেলা: পঞ্চগড়
মোবাইল	:	০১৭১৮ ৭৮৩৭৫৩
ই-মেইল	:	salam3010du@gmail.com

আমরা যারা এ প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছি

নাম	:	জাকিয়া হোসনাইন
পদবীসহ বর্তমান কর্মস্থল	:	নির্বাচন অফিসার, সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয়, চট্টগ্রাম
পিতার নাম	:	রফিক উদ্দিন
মাতার নাম	:	শাহনেওয়াজ বেগম
বৈবাহিক অবস্থা	:	বিবাহিত
রক্তের গ্রুপ	:	ও + (ও পজেটিভ)
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম: ঘনশ্যাম বাজার, ১নং ওয়ার্ড, পৌরসভা, ডাকঘর: লক্ষ্যারচর, থানা: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার
মোবাইল	:	০১৮১৫ ৮৮৫৮১৩
ই-মেইল	:	zakiahossnine@yahoo.com

নাম	:	আশরাফুননাহার
পদবীসহ বর্তমান কর্মস্থল	:	উপজেলা নির্বাচন অফিসার, বেলাব, নরসিংদী
পিতার নাম	:	মোঃ শাহজাহান
মাতার নাম	:	তাজনেহার বেগম
বৈবাহিক অবস্থা	:	বিবাহিত
রক্তের গ্রুপ	:	এ বি + (এ বি পজেটিভ)
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম: পাংগাশিয়া, ডাক + থানা: কালকিনি, জেলা: মাদারীপুর
মোবাইল	:	০১৯৩৯ ৮০৫৫৬৮
ই-মেইল	:	nipa13y@gmail.com

নাম	:	মোঃ মমতাজ-আল-শিবলী
পদবীসহ বর্তমান কর্মস্থল	:	উপজেলা নির্বাচন অফিসার, আলফাডাঙ্গা, ফরিদপুর
পিতার নাম	:	মোঃ ইব্রাহীম খান
মাতার নাম	:	মোছাঃ সুফিয়া বেগম
বৈবাহিক অবস্থা	:	বিবাহিত
রক্তের গ্রুপ	:	বি + (বি পজেটিভ)
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম: উৎরাইল, ডাকঘর: উৎরাইল হাট,উপজেলা: শিবচর, জেলা: মাদারীপুর
মোবাইল	:	০১৬৭৬ ৩২৪৬০৯
ই-মেইল	:	titubau2009@gmail.com

নাম	:	পরান্টু চাকমা
পদবীসহ বর্তমান কর্মস্থল	:	উপজেলা নির্বাচন অফিসার, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম
পিতার নাম	:	মিলন বিকাশ চাকমা
মাতার নাম	:	বকুল চাকমা
বৈবাহিক অবস্থা	:	অবিবাহিত
রক্তের গ্রুপ	:	বি + (বি পজেটিভ)
স্থায়ী ঠিকানা	:	মিলনপুর, দীঘিনালা,খাগড়াছড়ি
মোবাইল	:	০১৭৩৯ ৩৫৫৪৩৮
ই-মেইল	:	paranniya@gmail.com

নাম	:	মোহাম্মদ শহীদুর রহমান (তানবীর)
পদবীসহ বর্তমান কর্মস্থল	:	উপজেলা নির্বাচন অফিসার, সেনবাগ, নোয়াখালী
পিতার নাম	:	মোহাম্মদ মিজানুর রহমান
মাতার নাম	:	হেনা রহমান
বৈবাহিক অবস্থা	:	বিবাহিত
রক্তের গ্রুপ	:	ও + (ও পজেটিভ)
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম: দক্ষিণ সোম, ডাক: সোম নতুর বাজার থানা: কালীগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর, ঢাকা
মোবাইল	:	০১৯১১ ০৯৪৩১৯
ই-মেইল	:	sohiddu@gmail.com

আমরা যারা এ প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছি

নাম	:	খ. ম. আরিফুল ইসলাম
পদবীসহ বর্তমান কর্মস্থল	:	উপজেলা নির্বাচন অফিসার, বাঁশখালি, চট্টগ্রাম
পিতার নাম	:	খন্দকার মোঃ মোসলেহ উদ্দিন
মাতার নাম	:	সামসুন্নাহার খন্দকার
বৈবাহিক অবস্থা	:	বিবাহিত
রক্তের গ্রুপ	:	এ + (এ পজেটিভ)
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম: বলরামপুর (দ:), উপজেলা: তিতাস, জেলা: কুমিল্লা
মোবাইল	:	০১৭২৯ ০৯৯৬৮৪
ই-মেইল	:	kmarifulislam@yahoo.com

নাম	:	মাহমুদুর রহমান
পদবীসহ বর্তমান কর্মস্থল	:	থানা নির্বাচন কর্মকর্তা, লালবাগ, ঢাকা
পিতার নাম	:	শরিফুল ইসলাম
মাতার নাম	:	হাসিনা জাহান
বৈবাহিক অবস্থা	:	বিবাহিত
রক্তের গ্রুপ	:	ও + (ও পজেটিভ)
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম: শ্রীরামপুর, ডাক: হরিশংকরপুর, উপজেলা: মাগুরা সদর, জেলা: মাগুরা
মোবাইল	:	০১৭১৯ ৪৩৪৬৫৫
ই-মেইল	:	mahmud101087@gmail.com

নাম	:	আয়েশা খাতুন
পদবীসহ বর্তমান কর্মস্থল	:	উপজেলা নির্বাচন অফিসার, আদমদীঘি, বগুড়া
পিতার নাম	:	মোঃ নূরুল ইসলাম
মাতার নাম	:	আলেয়া বেগম
বৈবাহিক অবস্থা	:	বিবাহিত
রক্তের গ্রুপ	:	বি + (বি পজেটিভ)
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম: জবাই, ডাকঘর: জবাই, থানা: সাপাহার, জেলা: নওগাঁ
মোবাইল	:	০১৯১৬ ২০৭৯৭৪
ই-মেইল	:	ayeshaueoadm@gmail.com

নাম	:	মোঃ আবুল হাসনাত
পদবীসহ বর্তমান কর্মস্থল	:	উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, জৈন্তাপুর, সিলেট
পিতার নাম	:	মোঃ আবুল হাশেম তালুকদার
মাতার নাম	:	বেগম হাজেরা
বৈবাহিক অবস্থা	:	বিবাহিত
রক্তের গ্রুপ	:	এ + (এ পজেটিভ)
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম+পো: রফিনগর, উপজেলা: দিরাই, জেলা: সুনামগঞ্জ
মোবাইল	:	০১৭১৭ ৪৬৪০৩৫
ই-মেইল	:	mdhasnat@yahoo.com

নাম	:	প্রলয় কুমার সাহা
পদবীসহ বর্তমান কর্মস্থল	:	উপজেলা নির্বাচন অফিসার, মুরাদনগর, কুমিল্লা
পিতার নাম	:	প্রভাস চন্দ্র সাহা
মাতার নাম	:	অনিমা রানী সাহা
বৈবাহিক অবস্থা	:	অবিবাহিত
রক্তের গ্রুপ	:	বি + (বি পজেটিভ)
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম: পলাশীহাট, উপজেলা: ফুলবাড়ীয়া, জেলা: ময়মনসিংহ
মোবাইল	:	০১৭১০ ৫০৭৮৮৫
ই-মেইল	:	prolay2002@gmail.com

আমরা যারা এ প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছি

নাম	:	মোঃ সুমন মিয়া
পদবীসহ বর্তমান কর্মস্থল	:	উপজেলা নির্বাচন অফিসার, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ
পিতার নাম	:	মোঃ আশ্রাব আলী
মাতার নাম	:	শাহানা বেগম
বৈবাহিক অবস্থা	:	অবিবাহিত
রক্তের গ্রুপ	:	বি + (বি পজেটিভ)
স্থায়ী ঠিকানা	:	হাইস্কুল রোড, উপজেলাঃ নলছটি, জেলাঃ ঝালকাঠি
মোবাইল	:	০১৬৭২ ৬৫৬২৪৯
ই-মেইল	:	sumonmia305math@gmail.com

গদ্য সাহিত্য চর্চা

'সোনার মানুষ'

সিফাত জাহান
সহকারী প্রোগ্রামার
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।

আমার বয়স তখন দশ কি এগারো হবে। বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হতেই অপেক্ষা করতাম কখন মায়ের সাথে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যাবো। গ্রামের সেই মেঠো পথ, চারিদিকে সবুজের সমারোহ, পাখিদের কিচিরমিচির শব্দ আমাকে মোহিত করতো। প্রতিনিয়ত টানতো গ্রামের দিকে। বৌ-ঝিদের একসাথে রাতভর ঢেকিতে ঢুকুর ঢুকুর ধান ভানার শব্দ আর সাদা চুলের দাদির মুখে পান চিবাতে চিবাতে ঢেকির কাছে বসে নানা রসাত্মক গল্প তাদের মনকে একটুও ক্লান্ত হতে দিতো না। মাঝে মাঝে ভেসে আসতো ঢেকির তালে তালে বৌ-ঝিদের গানের সুর। সকালের সোনা রোদে করিম চাচার সাথে খালিপায়ে শিশির ভেঁজা ঘাস মাড়িয়ে খেজুর গাছের রস সংগ্রহ করার মজা; সেকি ভোলা যায়? এরপর সেই মধুর রসে মায়ের হাতে বানানো নানান রকম শীতের পিঠা। আহঃ যেন অমৃত সুধা! আজও মনে হয় মুখে লেগে আছে।

দুপুরে সব ভাইবোন মিলে আব্বার সাথে জাল নিয়ে বড় খালে মাছ ধরতে যাওয়া। জালে কোন বড় মাছ বাঁধলেই সেকি আনন্দ আমাদের! মাছ ধরার ফাঁকে ফাঁকে চলে আমাদের খালে সাঁতার কাটার প্রতিযোগিতা। চলে কে কতক্ষণ পানিতে ডুবে থাকতে পারে তার প্রতিযোগিতা - আরও কত কি। দুপুরে গরম গরম মোটা চালের ভাতের সাথে আমাদের জালে ধরা টেংরা, পুটি মাছের ঝোল আর শোল মাছের তরকারির স্বাদ- বর্ণনা করার ভাষা নেই। বিকেলে পাড়ার সব ছেলেমেয়ে মিলে সেই যে শুরু হতো কানামাছি, গোল্লাছুট, বউছি, দাড়িয়াবান্দা চলতো অনেক রাত অবধি।

রাতের আকাশের ঝলমলে চাঁদের আলো যেন আমাদের খেলায় উৎসাহ যুগিয়ে তারাগুলোকে বলতো মিটিমিটি করে আলো দিয়ে সারা আকাশ ভরিয়ে দাও। এরই মাঝে বাতাসের সাথে কানে ভেসে আসতো পাশের বাড়িতে করোম আলী চাচার কন্ঠের সুমধুর পুথি পড়ার আওয়াজ - 'গরিবরে কেউ ভালবাসে না রে সোনার মদিনা. . . . 'গরিবরে কেউ ভালবাসে না'। এমন কণ্ঠ শোনার সাথে সাথে ছেলে-বুড়ো,বউ-ঝি সবাইমিলে কেরোসিনের কুপি হাতে করোম আলী চাচার বাড়ির দিকে রওনা। মধ্যরাত পর্যন্ত চলে তার পুথি গানের আসর আর তার মাঝে মাঝে চলে নতুন ধানের মুড়ি আর রং চা। আহা রে! কি স্বাদ! না খেলে বোঝাতে পারবো না। আমি মায়ের কোলে হেলান দিয়ে আকাশের চাঁদ দেখি আর করোম আলী চাচার পুথি শুনি- আর ভাবি এটাই মনে হয় বেহেস্ত। আব্বা বিড়িতে জোরে জোরে টান দেয় আর চাচার গানের সাথে মাথা ঝাঁকায়। এইতো আমার সোনার বাংলা। এইতো আমার রূপসি বাংলা- আর কোথায় খুঁজছি আমরা রূপ- নিউজিল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, কানাডা আরও কত কি???

পাশের বাড়ির কারও অসুখ হলে আব্বা হাটখোলা থেকে শশীঘোষের রসগোল্লা নিয়ে আসতো। তারপর সবাই মিলে প্রতিবেশির অসুখ দেখতে যেতাম - সে যে কী আত্মার টান! এখন আমার বয়স ছত্রিশ। সরকারের ক্লাস ওয়ান কর্মকর্তা বলে সালামও পায় চেনা জানাদের কাছ থেকে। ঢাকা শহরের ইট পাথরে ঘেরা 'ফ্লাট' নামক বাড়িতে বসবাস করি'। আমার ৯ বছর বয়সি একমাত্র ছেলে একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়ে। কথায় কথায় ইংরেজি বলে। রোজ সকালে একগাদা বই ব্যাগে নিয়ে প্রথমে স্কুলে তারপর অমুক স্যারের কোচিংএ; তারপর হুজুরের কাছে। সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে কম্পিউটার নামক যন্ত্রের মাধ্যমে বিনোদনের নামে আধা ঘন্টা গেমস খেলা। তারপর হোম ওয়ার্ক, আবার পড়া এবং সবশেষে ঘুম। আমার ছেলের ওজনের চেয়ে ওর বইয়ের ওজন বেশি। এভাবেই চলছে ওর দিনের পর দিন;

বছরের পর বছর। ওর কাছে স্বাধীনতা মানে সাভারের পাথর বালির সুউচ্চ ভাস্কর্য; আর ভাষা দিবস মানে শহীদ মিনার। পহেলা বৈশাখ বলতে ও বোঝে রঙিন রঙিন শাড়ি পরে কপালে টিপ দিয়ে রমনার বটমূলে পান্তা ইলিশ খাওয়া।
একবারও কি আমরা ভেবে দেখেছি, আমরা আমাদের সন্তানদের বাঙালি কৃষ্টি- সংস্কৃতির কিছু শিখাচ্ছি কিনা? আমার সন্তান কি বাংলার আসল রূপ দেখেছে? আমরা কি তাকে দেখিয়েছি কিভাবে নয়মাসে দেশ স্বাধীন হলো- তার ইতিহাস? তাকে কি আমরা বলেছি কিভাবে সালাম বরকত রফিক জব্বার মায়ের ভাষায় কথা বলার জন্য বুকের তাজা রক্ত দিলো? ওদেরকে কি দেখিয়েছি কিভাবে কৃষক রোদ বৃষ্টি উপেক্ষা করে জমিতে ফসল ফলায়?
বদ্ধ ঘরের মধ্যে এসির বাতাসে বসে ইন্টারনেটের মাধ্যমে হয়তো অনেক কিছুই শেখা যায়; কিন্তু মানবিকতা, মনুষত্ব, সমাজ - সংস্কৃতি তথা আমাদের বাঙালির ঐতিহ্যের ভান্ডারের খবর নিতে হলে মিশতে হবে এদেশের মাটি ও মানুষের সাথে; তবেইতো সোনার মানুষ হবে।

হাবলঙ্গের বাজারে

মোঃ আশাদুল হক
সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ)
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।

- কি রে, জ্যোৎসনা বিলাস ?
- স্যার, আফনের মাথাডা নষ্ট? জ্যোৎসনা আবার ক্যামনে বিলায়?
- অইত্তেরি, জ্যোৎসনাবিলাস..... জ্যোৎসনাবিলাস - বুঝিসনি? এর মানে-মনের আনন্দে ভরা পূর্ণিমায় চাঁদের সৌন্দর্য উপভোগ করা। বুঝলি তো?
- না স্যার। বিলাস টিলাস যাই কন, এইগুলো আপনেগো ফাশটো কেলাশ মাইনষের লাইগ্যা। আমাগো থাড কেলাশ মাইনষের অতো বিলাস টিলাস নাই। তয়....জোসনা যদি খাওন যাইত, ভালাই অইতো। ইচ্ছা মতোন খাইতাম।
- কী সর্বনাশ! জ্যোৎসনা খেতে মন চাই! এই প্রথম জানলাম। তবে... মন্দ বলিসনি। তোর এই কথাটাই ঘুরিয়ে সুকান্ত লিখেছিলেন ‘ ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়, পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।’
- স্যার, সুকান্ত বেডা আমাগো মতোই টোকাই? আহা! না জানি বেডাডা কত ভুখের ঠেলায় জব্বর কথাখান লেখছে! হাছাইতো! ছান্দডা যদি রুডি অইতো! জ্বালাইনা রুডি অইলেও ভুক মিডাইতে ফারতাম গো স্যার।
- উঁহু! সুকান্ত একজন কবি। চাঁদ নিয়ে কবিতা লেখা ছেড়ে চাঁদের চেয়েও রূপসি হুর পরিদের হাতে আঙুর, বেদানা, মেওয়া খাচ্ছেন মহা আনন্দে! সে যাক! কিন্তু..... আমি না হয় সুপার মুনের টানে এতোরাতে এসেছি। বাকিটা রাত এই ঘাসের উপর শুয়ে চাঁদ দেখে, তারা গুনে কাটিয়ে দেব। দেখেছিস? ঝলমলে চাঁদের পাশে কত তারা!!! ভরা পূর্ণিমা চাঁদের পাশে এতো তারা তেমন একটা দেখা যায়না রে! আচ্ছা, বলতো? তুই কেনো এতো রাতে এই সুনসান মাঠে?
আগে কখনো দেখিনি কেনো?

- ভুকের জ্বালায় ছিত অইয়া শুইয়া রইছি। ভিক্ষা করতে শরম লাগে। কাম করতে চাইছি। কেউ বিশ্বাস করেনা! দুইদিন ধইরা একডা দানাও পেডে ডুকে নাই। পানি খাইয়া কয়বেলা থাহুম!!!
- কেনো? তোর বাসা কোথায়? বাবা-মা?
- টেরেইন লাইনের ধারে ঝুপড়িত আছিলাম। কয়ডা দিন আগে টেরেইনে কাডা ফইরা মায় মইরা গেছেগা। দুইডা দিনও পার অয় নাই; বাফে আবার বিয়া করছিলো দজ্জাল একখান বেডিরে। হেই বেডির ধারে ভাত খুঁজলেই ফিছা দিয়া এমন মাইরডা মারতো! তয়, বাজানের সামনে মারতোনা। ভাত খাইতাম বাজানের লগে। ফাডা কপাল! হেই সুখডাও সইয্য অইলো না। জঙ্গি আর পুলিশ বেডাগো গুলাগুলির মধ্যে পইড়া আমার ভালামানুষ বাফডা মইরা গেছে! ঐদিনতন সৎমায় আর খাওন দেয় না। বাজান মরনের লগে লগে হেই বেডি একখান লুলা ফকিরের লগে ঝুপড়ি তুলছে!
- উহুম! চল, হাঁটতে থাকি.... এমন চাঁদনি রাতে হাটতে যে কী মজা! হাটতে হাটতে পৌছে যাবো রমনার বটমূলে। দুজন মিলে আয়েশ করে পান্তা-ইলিশ খাবো। চল চল....
- আফনেগো যেডা পান্তাবিলাস, হেই পান্তা খাইতে খাইতে ডাঙর অইছি। আর.... আফনেগো মতোন বড়লোক মাইনষে বহুত টেকা দিয়া পান্তা খাইয়া বছরের একটা দিন ছোডলোক অইবার চান! হেই ফূর্তিতে আবার নাইচ্যা গাইয়্যা ফালাইতে থাহেন! দেইক্কা আমাগো পেড ফাইট্টা হাসি আহেগো স্যার!
- আরে! এটা এখন বাঙালি ঐতিহ্যের একটা অংশ, বুঝলি?
- ছোড মুহে একখান কতা কই স্যার?
- বল।
- যে টেকা দিয়া এক অক্তের পান্তাভাত খাইবেন, হেই টেকার চাউল কিনলে আমাগো মতোন ছোডলোকরা দুইবেলা পেডখান

ভইরা ভাত খাইবার পারি।

- হুম, ব্রিলিয়ান্ট! পড়ালেখা করেছিস?
- পেডের মধ্যে ভাত নাই, তার আবার লেহাফরা! আফনের মাথাডা আসলেই গেছে! তয়, গেরামে কেলাশ থিরি পরযন্ত পড়ছিলাম। গাংগে ভিডা ভাইঙ্গা নেওনে দুইডা বছর ধইরা ঢাহা শহরে আছি। ও স্যার... কই যান? মাথা আওলাইয়া গেছে? আফনের পান্তা খাওনের রাস্তা এইডা না।
- জানি।
- তয়, যাইতেছেন কই?
- বাসায়।
- হাসাই? ভালাই অইছে। কেউ আমারে কামে রাহেনা! বিশ্বাস করতে চায়না! আফনের বাসায় কাম করুম। ফেড ভইরা ভাত খাইতে দিবেন, দেখবাইন... দুনিয়ার বেবাক কাম ফটাফট কইরা ফালাইছি। মায় যে বাসায় কামে যাইতো, আমিও যাইতাম। মার লগে লগে থাইক্যা কাম করতাম। কাফর ইস্তিরি করতাম ফারি। তয়, কইলাম যে ফাডা কপাল! সুখ সইলোনাগো স্যার! তাগো মুবাইল চুরি অওনে মেডাম আমারে ধইরা এমুন মাইরডা দিছিলো! ছোডলোকের বাইচ্চা কইয়া গালি দিছিলো। হেইডা গালি না। আমরা হাছাই ছোডলোক। তয় ঈমান আছে। কিন্তু স্যার, মুবাইলডা ম্যাডামের পুলার বন্ধুরে নিতে দেখছি। কানতে কানতে কইছিলাম। হেরা কেউ বিশ্বাস করলো না। উল্ডা হাছা কথা কওনে মেডামের পুলায় ধইরা আরো মাইর লাগাইলো! হেই বেডার গতরে জব্বর শক্তি।
- বলিস কী!!!
- হ স্যার। কামে ভুল অইলে আফনের ইছছা মতোন মাইরেন, তয় বাইর কইরা দিয়েন না। খালি পেডখান ভইরা খাওন দিলেই অইবো। আমার মায়েরে হেরা বাইর কইরা দিছিলো। আমার মায় হারাদিন খাইড্যা কয়ডা বাসি ভাত ধুইয়া খাইতে বইছিলো। লাথি মাইরা মার থালাডা উড়াইয়া ফালাইয়া দিছিলো মেডামের পুলায়। আমারে মায় আগেই মুখে তুইল্যা খাওয়াইয়া দিছিলো। তহন ইছছা করতাছিলো পেড কাইট্টা ভাতগুলান বাইর কইরা মায়েরে খাইতে দেই।
- তোর নাম কী রে খোকা?
- রাতুল।
- রাতুল, আমিও তোর মতো এতিম। বাবার অগাধ সম্পত্তি। সাতজনম খেয়েও ফুরাবে না। সব আমার নামে লিখে দিয়ে গেছেন। অথচ আমার সম্পত্তির প্রয়োজন নেই। রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগে। ভালো লাগে চাঁদনি রাত। মাঝে মাঝে সাগরে চলে যায়। কখনো দূরে কোন পাহাড়ে। তোর কাজ করতে হবে না। কাজের লোকের অভাব নেই। আমার সাথে সাথে থাকবি। সাগর দেখবি, পাহাড় দেখবি। গভীর রাতে একেবারে চূড়ায় শুয়ে জ্যোৎস্না দেখার কী যে আনন্দ! স্কুলে ভর্তি করে দিবো। লেখাপড়া করবি। আর ... স্যার ডাকবি না।
- হাসা কইতাছেন? তয়, ভাইজান ডাকি?
- তোর যা মন চায় ডাকিস। তবে আমার সাথে তাল মিলাতে পারবি তো? হাঁটতে হবে, খোলা আকাশের নিচে রাত কাটাতে হবে।
- খুব পারুম। ভাবীসাব আমারে ভাত খাইতে দিবো তো?
- হা হা হা...
- ও স্যার, থুককু . . . ভাইজান, হাসতাছেন ক্যান?
- ভাবীসাব নেই রে! হয়নি।
- বিয়া কইরা লইয়া আইবেন।
- ওর বিয়ে হয়ে গেছে।
- ও, আইচ্ছা! ছ্যাঁকা খাইছেন? দুক্ষু কইরেন না। আফনের মতোন রাজকুমারের লাইগ্যা মাইয়ার আকাল অয় নাই। সুন্দর দেইক্কা একখান সিনেমার নায়িকারে বিয়া করবেন। বুবলি বহুত সুন্দর। পোশটার দেখছি। হেরে বিয়া করেন।
- ঐসব বুবলি তিতলির দরকার নেই। বিয়ে টিয়ে করার ঝামেলা থেকে যত মুক্ত থাকবো, ততো ইচ্ছে মতো উড়তে পারবো। ঐসব ঝামেলা আমার দ্বারা হবে না।
- ক্যান?
- বাদ দে! চল, বাসায় গিয়ে খেয়েদেয়ে নতুন প্রোজেক্ট শুরু করবো।
- পরজেক্ট?
- হুম, বর্ষবরণ উপলক্ষ্যে রেললাইনের পাশের ঝুপড়ির সবাইকে রেস্টুরেন্টে নিয়ে গরম গরম বিরিয়ানি খাওয়াবো। আর পান্তা ইলিশ না।

- ভাইজান, আমিও খামু।
- তোর যা মন চায় তাই খাবি। শুধু বাবুর্চিকে বললেই হবে।
- আইচ্ছা।
- প্রতি শুক্রবার গাড়িতে করে ভাত তরকারি নিয়ে সমস্ত ঢাকা শহর ঘুরে ঘুরে পথশিশুদেরকে খাওয়াবো।
- ভাইজান, একটু খাড়ান।
- কেনো রে?
- আফনেরে স্যালুট কইরা লই। স্যালুট ভাইজান।
- আরে বাপরে! এতো সুন্দর করে স্যালুট দেয়া শিখেছিস কোত্থেকে? বেশ বেশ! ঠিকমতো পড়ালেখা করে ভালো রেজাল্ট করবি। তোকে আর্মিতে ভর্তি করিয়ে দিবো। প্রমোশন পেয়ে তুইও স্যালুট পাবি।
- আমি লেফট রাইট করতাম পারি।
- তুই আমার চোখ খুলে দিয়েছিস রে রাতুল। অনেক বিলাসিতা করেছি! এবার চটপট কাজে লেগে যেতে হবে। অনেক কাজ! অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা নিয়ে কাজ করতে হবে। আমার স্বপ্নের ধারা বদলে দিলি রে রাতুল। এজন্য তোকে স্যালুট। প্রথম কাজ শুরু করব শিক্ষা মাধ্যমে। একটা স্কুল হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। ঐ স্কুলে পড়বে পথশিশুরা।
- পেডো ভুক রাইখ্যা পড়তে চাইবোনা ভাইজান!
- সেই ব্যবস্থাও থাকবে। কয়েকটা হোস্টেলে থাকবে সবাই। থাকা খাওয়া সবই ওখানে। শুধু স্কুল টাইমে পড়ালেখা। বিরাট মাঠে খেলাধুলার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হবে।
- রাতুল, দেখ...দেখ... আজকের ভোরের সূর্যটা অসাধারণ আলো ছড়াচ্ছে! কী দীপ্তি!
- ও ভাইজান! এইডা কই আইলাম? কোন রাজা বাদশার বাড়ি?
- বাসা পরে দেখিস। মাত্রতো এলি। আগে হাতমুখ ধুয়ে খেয়ে নে। আমারও অনেক ক্ষিধা পেয়েছে।
- বাবুর্চি... বাবুর্চি চটপট টেবিল লাগাও। কী খাবি রে রাতুল?
- পোড়া মরিছ ডইল্যা গরম গরম ভাত। কতদিন অয় গরম ভাত খাই নাই!!! লগে ঝাল কইরা একখান ডিম ভাজি।
- বাবুর্চি, গরম ভাত, পোড়া মরিচ, ঝাল ঝাল ডিম ভাজি লাগাও!

একটি প্রশ্ন

মীরদাহ মোসাম্মদ শাহ্নাজ পারভীন
উপজেলা নির্বাচন অফিসার
দুর্গাপুর, রাজশাহী

তিন বন্ধু একটি ভাড়াবাড়িতে বসবাস করে। সন্ধ্যায় তিন বন্ধু ঘুরতে বের হয়েছে। এমন সময়ে তারা লক্ষ্য করল বাড়ির সামনের আমগাছটিতে বেশকিছু আম রয়েছে। যেই চিন্তা সেই কাজ। তারা আম পাড়তে লাগল। ঠিক তখনই বাড়িওয়ালা বুঝতে পেরে তাড়া করলো চোরকে। তিন বন্ধু তিন দিকে ছুটে পালালো। কিছুক্ষণ পর এক বন্ধু এসে যে আমগুলো গাছতলায় পড়েছিল তা তিন ভাগ করে এক ভাগ নিয়ে গেল। এরপর দ্বিতীয় বন্ধু এসে আমগুলো আবার তিন ভাগ করলো। সে দেখল একটি আম বেশি আছে। সে মনে করল- আমি কষ্ট করে ভাগ করেছি। তাই অতিরিক্ত আমটি আমার। অতএব সে তিন ভাগের একভাগ আম ও অতিরিক্ত একটি আম নিয়ে নিল। এরপর তৃতীয় বন্ধু আসল। সে দেখল স্বল্প সংখ্যক আম গাছতলায় পড়ে আছে। সে সবগুলো আম নিয়ে পালিয়ে গেল। পরবর্তীতে দেখা গেল, সবাই সমান সংখ্যক আম পেয়েছে।

একটি প্রশ্নঃ
গাছতলায় মোট কতগুলো আম ছিল এবং কে কতগুলো আম নিয়েছিল?
উত্তরের জন্যঃ ---০০০০ নম্বরে।

অফিস সহকারী

মোঃ আবুল হাসনাত
উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা
জৈন্তাপুর, সিলেট

একদিন এক লোক মাইক্রোসফট কোম্পানিতে অফিসবয় পদে আবেদন করলো। তো তাকে ভাইভাতে ডাকা হলো ও ভাইভা বোর্ড খুব প্লিজড হলো। এবার তাকে ব্যবহারিক পরীক্ষা দিতে হলো এবং মেঝে পরিষ্কার, চা বানানোসহ বিভিন্ন কাজ সে খুব আন্তরিকতার সাথে করলো। বোর্ড তাকে মনোনিত করল এবং বলা হলো তার ই-মেইল অ্যাড্রেস দিতে যেন তার কর্নফরমেশন ফর্মটা পাঠাতে পারে। কিন্তু ঐ লোকের ই-মেইল অ্যাড্রেস ছিল না। বোর্ডকে ই-মেইল না থাকার কথা বলতেই তারা বললেন, 'আপনার একটি ই-মেইল অ্যাড্রেস না থাকা মানে আপনার অস্তিত্ব নাই। আমরা এমন একজনকে চাকরি দিতে পারিনা, যার কোন অস্তিত্ব নাই'। লোকটি খুব কষ্ট পেল, বুঝতে পারছিলনা সে কি করবে। কারণ তার কাছে শেষ সম্বল ১০ টি ডলার আছে মাত্র। এটা খরচ হয়ে গেলে খাবার খাওয়ার মতো অবস্থাও থাকবেনা। সে খুব চিন্তা করতে লাগলো কি করবো! শেষে সে দশ ডলার দিয়ে টমোটো কিনে ঝুড়িতে করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিক্রি করতে লাগলো। সব বিক্রি করার পর তার টাকা দ্বিগুন হয়ে গেল। ঐদিন তিনবার বিক্রি করার পর তার পুঁজি ৬০ ডলারে দাঁড়ালো। তখন তার মনে একটা বিশ্বাস আসল যে সে বেঁচে থাকতে পারবে। সে প্রতিদিন খুব সকালে যেতো এবং দেরিতে ফিরত। এভাবেই প্রতিদিন তার পুঁজি দ্বিগুণ-তিনগুণ করতে লাগলো। খুব দ্রুত সে ঠেলা গাড়ি কিনল এবং কিছুদিনের মধ্যে ট্রাক। পাঁচ বছরের মধ্যে সে আমেরিকার বড় খাদ্য সরবরাহকারীদের মধ্যে একজন হয়ে গেল। সে তার পরিবার বৃদ্ধি করার জন্য মনঃস্থির করলো এবং একটা ইনসুরেন্স করার সিদ্ধান্ত নিলো। একজন ইনসুরেন্স কোম্পানির লোককে ডেকে আনল এবং তার পছন্দ মতো একটা প্লান ঠিক করলো। সব ফর্ম পূরণ করা শেষে তার ই-মেইল অ্যাড্রেসটা চাইল। লোকটি উত্তর দিল তার কোন ই-মেইল অ্যাড্রেস নাই। তখন ইনসুরেন্স কোম্পানির লোকটি বলল, ' আপনার কোন ই-মেইল অ্যাড্রেস নাই অথচ আপনি এই বিশাল ব্যবসা আর অট্টালিকার মালিক। আপনি কি জানেন আপনার একটা ই-মেইল অ্যাড্রেস থাকলে কি হতে পারতো! লোকটি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে উত্তর দিল, ' মাইক্রোসফট কোম্পানির অফিস বয়।'

বিঃদ্রঃ কোন কিছুতেই সহজে ভড়কে যাবেন না। আশাটা বাঁচিয়ে রাখুন। একভাবে না হলে অন্যভাবে চেষ্টা করুন, সাফল্য আসবেই। `The Verger by Somerset Maughm'অবলম্বনে রচিত।

আমার ডায়েরি

মোসাঃ খায়রুন নাহার
সহকারী পরিচালক
জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

বন্ধুর প্রয়োজনীয়তা ব্যক্তি জীবনের সর্বত্র বিস্তৃত। আর সেই বন্ধু যদি হয় সবচেয়ে আস্থাশীল নির্ভর করার মত, তাহলেতো আর কথাই নেই। জীবনের সমস্ত সুখ, দুঃখ, হাসি- আনন্দের অংশীদার হয় সে। ভাগাভাগি করে নেওয়া যায় মনের সমস্ত ব্যাথা-বেদনার কথা নিশ্চিন্তে। সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে তা আত্মতৃপ্তি দেয়। ডায়েরির সাথে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, দুঃখ-কষ্ট ভাগাভাগি করে নতুন করে বাঁচার আশা জাগে; পূর্ণ উদ্যোমে জীবনকে সাজাতে ইচ্ছে করে। আমার ডায়েরি আমার সেই প্রিয় বন্ধু যা কিনা আমার জীবনের অংশে পরিণত হয়েছে। যাকে ফেলে আমি একটি দিনও কল্পনা করতে পারিনা। জীবনে কিছুকিছু স্মৃতি থাকে যা কারও সাথে ভাগাভাগি করা যায় না অথচ ভেতরে ভেতরে গুমরে মরতে হয়। কিন্তু আমার ডায়েরিটি আমার সেই প্রিয় বন্ধু যাকে আমি আমার মনের সমস্ত কথা বলতে পারি। যখন আমি একাকি থাকি তখন এই ডায়েরিটিই হয় আমার একাকিত্বের বন্ধু। আমার মনে হয় ও গভীর মনোযোগে আমার কথাগুলো শুনছে। আমার ভেতরের যত কথা, ডায়েরির কাছে সংরক্ষণ করে আমি মুক্তচিন্তে আবার শুরু করি আমার নিত্যদিনের জীবন।

নীলিমা কথা রাখেনি

অরুন উদয় ত্রিপুরা
উপজেলা নির্বাচন অফিসার
নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান পার্বত্য জেলা

আবারও বর্ষাকাল। তুমি আজও বর্ষণ হয়ে গেছো আমার অনন্ত অতৃপ্ত মনের মধ্যদিয়ে। তুমি বর্ষা খুব পছন্দ করতে। পছন্দ করতে জলে ভেজা কদম। আর আমি পছন্দ করতাম বৃষ্টিতে তোমার হাত দুটি ধরে হাটতে। গাছে উঠে তোমার জন্য একজোড়া কদম পাড়তে। মনে পড়ে আজও বৃষ্টিতে তোমরা সঙ্গে বসে কুড়মুড় করে মুড়ি খাওয়া, তোমার সঙ্গে বেঁচে থাকার গান গাওয়া। মনে পড়ে তোমার মাকে ফাঁকি দিয়ে তোমার বাড়ির পাচিল টপকে গভীর রাতে তোমাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানোর সেকি দুঃসাহসী কাণ্ড।
খুব খুব মনে পড়ছে তোমাকে যেদিন রামধনুকে স্বাক্ষী রেখে তোমাকে বলা ভালবাসি, ভালবাসি, ভালবাসি। রামধনু এখনও দেখি কিন্তু তোমাকে বলতে পারি না।

খুব মনে পড়ে এখনও বেইলি রোড দিয়ে যখন যাই তোমার সেই ফুচকা খাওয়ার নাছোড় বান্দা আবদারের কথা। সেদিন ফুচকা দোকানদার রহিমের সাথে দেখা। দেখেই বলল, আপা কোথাই? আমি যে কিছুই বলতে পারলাম না। তারপরেও জানো, তুমি ছিলে আমার পাশে, অদৃশ্য স্নিগ্ধতার পরশ হয়ে।

আজ আমি সবকিছুর মাঝে খুবই একা। জীবনে তোমাকে ছাড়া কখনও কোন স্বপ্নই দেখিনি। মনে হয় দেখতে চাইওনি। তুমি বলতে আমার পাশে থাকবে অনন্তকাল। সত্যিই তুমি ছিলে, আছো, থাকবে আজীবন আমার অস্তিত্বে, আমার স্বপ্নে! কিন্তু এভাবেই . . . নীলিমা তুমি কথা রাখোনি।

`PMC বলছি'

মোঃ নূর-ই-আলম
উপজেলা নির্বাচন অফিসার
বীরগঞ্জ, দিনাজপুর

মোবাইলের রিংটনের শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেল। রিসিভ করতেই ওপাশ হতে কর্কশ আওয়াজ; সালাম দিলেন বাবুর্চি আব্দুল মালেক। স্যার ৬ টা বেজে গেছে বাজারে যাবেন না। অন্যান্য সময় শুক্রবার একটু বেলা করে উঠার অভ্যাস। কিন্তু আজ বাজারে যেতেই হবে, না গেলে ৩৬ জন পার্টিসিপ্যান্টকে না খেয়ে থাকতে হবে। বললাম আপনারা গাড়িতে বসুন আমি দশ মিনিটের মধ্যে আসছি। দশ মিনিটের মধ্যে বাজারের দিকে রওনা হলাম।

চোখে তখনও ঘুম ঘুম ভাব। মাইক্রো বাইপালের দিকে ছুটে চলছে। খেয়াল করলাম সকাল ৬.৩০ টায় রাস্তায় অনেক লোক বের হয়েছে। সবাই যার যার গন্তব্যে ছুটছে; অথচ জীবনের অধিকাংশ সকাল আমরা ঘুমিয়েই কাটিয়ে দেই। যেতে যেতে সুপারভাইজার আব্দুল খালেক সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম কি কি বাজার করতে হবে? তিনি বললেন স্যার আপনি যেভাবে মেনু সেট করবেন সেভাবেই বাজার করা হবে। আব্দুল খালেক সাহেব আমাদের ৯ম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের ডাইনিং সুপারভাইজার। তার কথা শুনে আমি খুব চিন্তায় পড়ে গেলাম। ৩৬ জনের জন্য মেনু সেট করা, এটা কি আর সহজ কাজ? আমার মনে পড়ে গেল সেই বাল্যকালের কথা। টেবিলে খেতে বসে দেখতাম মা ২/৩ পদের তরকারি রাধতেন। কারণ আমি গরুর মাংশ খুব পছন্দ করতাম আর ছোট বোন পছন্দ করত মাছ। তাই খাবার টেবিলে এ দুইটা আইটেম তিনি পালা করে রাখতেন। কিন্তু আমি ৩৬ জনের জন্য কোন বেলায় কি রাখবো সেটা নিয়ে খুব দুঃচিন্তায় পড়ে গেলাম। খালেক সাহেব বললেন স্যার, কি চিন্তা করছেন? সমস্যা নাই আগের ব্যাচে যা খাওয়াইতো তাই খাওয়াবেন। তার মানে কাট, কপি এবং পেস্ট। আমি হাফ ছেড়ে বাচলাম। তাছাড়া, কাট, কপি এবং পেস্ট আমার খুবই প্রিয়। ইহা সময় বাঁচায়, সময় নষ্ট করার জন্য প্রচুর সময় দেয় এবং আমাদের মস্তিস্কের উপর চাপ কমায়। ফলে আমাদের মূল্যবান মস্তিস্ক অব্যয়িত থেকে যায়।

গাড়ি বাইপাইল মাছের আড়তের সামনে দাঁড়ালো। প্রচুর লোকের সমাগম। খালেক সাহেব প্যান্ট গুটিয়ে নিলেন। তিনি প্লাস্টিকের স্যান্ডেল পরে গেছেন আর আমি গেছি কাপড়ের জুতা পরে। বুঝলাম অভিজ্ঞতা একটা বড় ফ্যাক্টর। আমরা কোন ভদ্র সমাবেশে হট্টগোল কিংবা চেঁচামেচি দেখলে খুব সহজেই বলি মাছের হাট বসিয়েছেন নাকি? কথাটার স্বার্থকতা আজ হাড়ে হাড়ে টের পেলাম। মাছের বাজার হতে যখন বের হলাম, তখন আমি ফুল বাবু হতে হাফবাবু হয়ে গেলাম। আমার হাটুর নিচের দিকে যেন পুরোটাই ভেঁজা। যাইহোক, মাছতো কিনতে পেরেছি এটাই স্বার্থকতা।

এবার কাঁচা বাজারের পালা। কাঁচা বাজারটা যেন আসলেই কাঁচা। এখানকার রাস্তাঘাট, দোকান পাট সবকিছুই যেন কাঁচা। কোন কিছুর দরদাম করবেন, সহজ সরল হাসি দিয়ে বলবে স্যার এই দরে বিক্রি করতে না পারলে খেতের খরচই উঠবে না। এমনভাবে বলে, আমার আর বলার কিছুই থাকে না। প্রতিনিয়তই আমরা পত্রিকায় দেখি আলুর দাম না থাকায় রাস্তায় আলু ঢেলে কৃষকের প্রতিবাদ ইত্যাদি ইত্যাদি। যাহোক কাঁচাবাজার মাছের বাজারের চাইতে কম যায় না। আমরা এখন থেকে এই প্রবাদটাই ব্যবহার করতে পারি আপনারা কি কাঁচাবাজারে হাট বসিয়েছেন।

বাইপাইলের বাজার শেষ করে সাভার বাজারের পথে রওনা হলাম। উদ্দেশ্য মুদির দোকানে কেনাকাটা। মাইক্রোতে যখন বসলাম তখন খুব প্রশান্তি ফিল করলাম। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি বেলা ১১ টা। তার মানে সেই ভোর সাড়ে ছয়টা থেকে ১১ টা পর্যন্ত টানা সাড়ে চারঘন্টা দাড়িয়ে ছিলাম। তাইতো বলি আমার পশ্চাদেশ এত পুলকিত কেন? যথারীতি সাভার বাজারে পৌঁছালাম এবং দরকারি মুদিখানার মালামাল ক্রয় করা হলো। এবার সবচাইতে ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা বলি। হালকা বৃষ্টিতে কেউ কোনদিন মুরগির বাজারে যাবেন না। যদি আমার মতো এমটিভি বোখরা না হন। কি যে উৎকট, ব্রিশ্রি- রাবিশ গন্ধ তা না গেলে বুঝতে পারবেন না। অবশ্য বুঝার প্রয়োজনও নেই। সেখানে গিয়ে ২৮ পিছ মুরগি মেপে, ড্রেসিং করে তারপর আসলাম। নিজে থাকবেন না তাহলে ২৮ পিচ ১৮ হয়ে যেতে পারে। সেখান থেকে ফেরত আসার পরেও নাক থেকে যেন সেই গন্ধটা ছুটছেই না। গাড়িতে এসে এয়ার ফ্রেশনার স্প্রে করে কিছুটা রক্ষা।

সাভার বাজার হতে ফেরার পথেই সুপারভাইজার খালেক সাহেবের বাসা। তিনি বললেন স্যার আমি বাসায় নেমে যেতে চাইছি। আমিও লক্ষ করলাম তখন সাড়ে বারোটা বাজে তাই তাকে আর কষ্ট দেওয়াটা ঠিক হবে না। তার বাসার সামনে আমাদের গাড়ি থামলো। খুব চমৎকার ফ্লাট বাসা। সে সুন্দর হাসি দিয়ে বলল স্যার এটা আমার নিজের ফ্লাট। আমি বললাম ভালতো, বাসাভাড়া দিতে হচ্ছে না। আর একটু এগোতেই বাবুর্চি মালেক সাহেব বললেন, স্যার এটা আমার বাসা। আমার বাসা মানে? আমি জমি কিনে বাড়ি করেছি। মাসাল্লাহ্, আপনারওতো বাসা ভাড়া লাগছে না। উল্টো আরও বাসাভাড়া পান। জ্বী স্যার। সবই আপনাদের দোয়া স্যার। দুজনের কি অদ্ভুদ মিল! একজন খালেক আর একজন মালেক।

ডাইনিংএ বসে আমি কোনদিনও স্বাচ্ছন্দ অনুভব করিনি। কারও চোখের দিকে তাকিয়ে খেতে পারিনি। কারণ আমি জানি আমার মা যেমন আমাদের দুইভাইবোনকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি ঠিক তেমনি আমার পক্ষে ৩৬ জনকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব নয়। এর মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন যারা তাদের ধৈর্য্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন।

ভোর ৬ টা শুক্রবার। আবার সেই মালেক সাহেবের ফোন। কর্কশ গলায় সালাম জানাবার পর, স্যার বাজারে যাবেন না। নিজে নিজেকে বলি ২১ জুন আর মাত্র ক'টা দিন তারপর.........।

অম্ল থেকে মধুর

মাহমুদুর রহমান
থানা নির্বাচন কর্মকর্তা,
লালবাগ, ঢাকা

উপজেলার অফিস, কাজ, সহকর্মীদের ছেড়ে হুট করে ডাক এলো বিপিএটিসির ট্রেনিংএ। কমিশন থেকে ফোন এলো। আর ২ বছরের অভ্যস্ত জীবন ছেড়ে ২-১ দিন নয় হঠাৎ করে ২ মাসের টানা প্রশিক্ষণের আহ্বান। বাইশ তারিখে অনিচ্ছুক শরীরকে টেনে টেনে হাজির করলাম সাভারের লোক প্রসাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। কাকডাকা ভোরে ঘুম থেকে ওঠাটা অপছন্দের তালিকার শীর্ষে। তাই কমিশনের ফোন এবং বিপিএটিসিতে প্রবেশের মাঝের এই ১০-১৫ টা দিন মন-মেজারের অসমতল অবস্থা ভালোই বুঝতাম। কিন্তু নিরুপায় গোলাম হোসেনের মতো সাদা এক্সারসাইজ কিট। বউয়ের সুটকেস আর নিজের জামা কাপড় নিয়ে ঢুকে পড়লাম দু'মাসের অস্থায়ী বন্দীখানায়।

সকালে দৌড় করাবে, নিয়মের ব্যত্যয়ে শোকজের বন্যা বয়ে যাবে। লাগাম পরানো ঘোড়ার মতো বইয়ের পিছনে ছুটতে হবে। যথা সময়ে ঘুমানো ও ঘুম থেকে ওঠা ফরজ ইত্যাদি সিনিয়রদের বয়ান মাথার উপর দৌড়ঝাপ করছে। প্রথম দিনেই না জানি কী ভুল হয়ে বসে। কিন্তু শনিবার রাতে এখানে ঢুকলেও মঙ্গলবার সকালে প্রথম হাটাহাটি শুরু হয়। ভোর ৫.৪৫ থেকে ৬.৫০ পর্যন্ত চলে ব্যায়াম। এরপর ছুটে রুমে গিয়ে গোসল করে সামান্য রেস্ট নিয়েই আবার ব্রেকফাস্ট। কারণ সকাল সাড়ে আটটায় ক্লাস শুরু হয়ে চলে সোয়া একটা পর্যন্ত; এরপর সামান্য বিরতি দিয়ে লাঞ্চ শেষে আবার বিকেল চারটা বা সাড়ে চারটা পর্যন্ত লেকচার চলে। এবার একটানা এক থেকে দেড়ঘন্টা এক্সারসাইজ শেষে কোনদিন সন্ধ্যায় ক্লাস থাকে, কোনদিন থাকে না।

পড়ালেখায় সামনের কাতারে বদন প্রদর্শনের সুযোগ কম থাকায় হাটাহাটিতে সামনে থাকার চেষ্টা চলতো অবিরাম। দুই পাহাড়ীর সামনে হাটতে পারাটাকে নিজের অনাবিষ্কৃত প্রতিভা হিসেবে আবিষ্কার করলাম। কিন্তু, হতাশ হলাম যখন স্পোর্টসের মশিউর স্যার গণতান্ত্রিক খেলা হিসেবে সবার জন্য ভলিবল স্লোগান দিলেন।

জেলা এ্যাটাচমেন্টের অংশ হিসেবে ঘুরে এলাম জয়পুরহাট । ৫ দিন সেখানে থাকলাম তিস্তা গ্রুপের ৬ জন। জয়পুরহাটের সোনালী মুরগি, লতিরাজ কচু, নওগাঁর পাহাড়পুর, দিনাজপুরের হিলি বন্দর ঘোরার সুযোগ হলো।

ঘুম থেকে নামায উত্তম এর মতোই অন্য সকল কাজ থেকে ক্লাস করা উত্তম এ প্রতিষ্ঠানের মূলনীতি। সব ক্লাসই ভাল লেগেছে । ক্লাসে অসাধারণ কিছু বক্তা এসেছেন। জীবন,কর্ম ও আমাদের চিন্তাধারাকে বদলে দেবার মতো সেই কথাগুলো আকর্ষণ করেছে প্রচন্ডভাবে।

আজ এ বিদায় বেলায় মনে হচ্ছে, শুধু সকালের হাটা আর বিকালের খেলাটাকেই যেন সবচেয়ে বেশি মিস করবো। এই দুটো কাজই এখানে আসার আগে ভয়ানক লাগতো। মিস করবো অসাধারণর ৩৫ জন সহকর্মীকে। ক্লাস, খাওয়া, ব্যায়াম ও আড্ডার মধ্যদিয়ে তাদেরকে ভালো লেগেছে। তাই তাদের সঙ্গ চাই সারাজীবন। মোস্তাক স্যারের ভরাটকণ্ঠের নির্দেশনাগুলো মিস করবো। মশিউর স্যারের কথাতো বলতেই হবে। আমাদের সবার সাথে উনি যে সম্পর্ক সৃষ্টি করেছেন, সেটাই হারানোর বেদনা দেবে সবথেকে বেশি। এখানকার লাইন দিয়ে ডানদিক দিয়ে হাটা, নিয়ম মাফিক জীবনযাপন, হুট করে মূল্যায়ন কমিটির কাউকে চোখের সামনে আবিষ্কার করার রোমাঞ্চ মনে থাকবে সারাজীবন।

জাতীয় পরিচয়পত্র: নির্ভরতার এক অনন্য প্রতীক

মোহাম্মদ শহীদুর রহমান (তানবীর)
উপজেলা নির্বাচন অফিসার
সেনবাগ, নোয়াখালী

আরে ভাই, এইটা কি লিখছেন, ঠিক করে বলেন আপনার নাম কি?

ঠিকইতো লিখছি, আমার নাম 'সাবধান হোসেন'।

ধুর মিয়া, এইটা আবার কারও নাম হয় নাকি।

প্রকৃত নাম হচ্ছে সাদ্দাম হোসেন, কিন্তু জাতীয় পরিচয়পত্রে ভুল হয়েছে। আর সেটা দিয়েই পাসপোর্ট করেছিলাম, তাই এইটা দিয়েই ব্যাংক একাউন্ট করতে আসলাম। শুনছি ঠিক করা নাকি অনেক ঝামেলার কাম; তাই যা আছে তাই দিয়েই চালিয়ে যাচ্ছি।

আপনি স্বাক্ষরতো দিয়েছেন সাবধান হোসেন।

আর্মি ধমক দিয়া কইছে লিখ সাবধান হোসেন, আমিও তাই লিখছি। একবার নির্বাচনের সময় আর্মির ধাওয়া খাইয়া এত্তো শীতের মধ্যে গিয়া লাফাইয়া পুকুরে পড়ছি। যদি কইতো লিখেন জজ বুশ, আমি এটাই লিখতাম।

ব্যাংকে একাউন্ট খুলতে আসা এক লোকের সাথে এরূপ কথোপকোথন হচ্ছিল একজন ব্যাংক কর্মকর্তার। এটা জাতীয়পরিচয়পত্র প্রচলনের গোড়ার দিককার কথা।

একলোক বিদেশ গেল জীবিকার উদ্দেশ্যে। তার কর্তৃপক্ষ তার কাছে কয়েকদিন পর পর এই সার্টিফিকেট ঐ সার্টিফিকেট চাই। সে দেশে পরিবারের সদস্যদের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সার্টিফিকেট নিতে নিতে বিরক্ত হয়ে গেছে; তাই নিজেই দেশে এসে যত ধরনের সার্টিফিকেট নেয়া যায় তার সবগুলো নিয়ে বিদেশে গিয়ে তার কর্তৃপক্ষের কাছে দিয়ে বললো, 'এই নিন আমার সব সার্টিফিকেট, আশা করি এর বাইরে আর কোনকিছু নেই; এইবার আমায় মাফ করুন, দয়া করে আর কোন সার্টিফিকেট চাইবেন না'।

কর্তৃপক্ষের সার্টিফিকেট ঘাটতে গিয়ে একটা সার্টিফিকেট দেখে চোখছানাবড়ো হয়ে গেল। লোকটিকে বলল, এটা কি! আপনিতো দেখছি আপনার মৃত্যু সনদও (ডেড সার্টিফিকেট) নিয়ে এসেছেন। কিন্তু আপনিতো জীবিত।

লোকটি বলল, ভাবলাম আবার কবে এটা চেয়ে বসেন; আর বুঝলেনতো, আমাদের দেশে টাকা ঢাললে সব সার্টিফিকেটই চাহিবামাত্র পাওয়া সম্ভব; সুতরাং এসব সার্টিফিকেট চেয়ে আর বিরক্ত করবেন না।

বি: দ্র: সনদ যাচাইয়ে অতিরিক্ত সময় দিতে হয়।

আমাদের কবি প্রতিভা

আলপনায় বৃষ্টি

মোঃ সাহিদ হোসেন
থানা নির্বাচন অফিসার
ডবলমুরিং, চট্টগ্রাম

আজ শুধু বৃষ্টি, মেঘ আর বৃষ্টি
ভিজিয়ে গেছে এপার ওপার হৃদয়
যখন সময় আর আলো ছিল একাকার,
যখন বৃষ্টির ধারাপাত জানলার কাঁচে আঁকে অজস্র আলপনা।
যখন ভিজে যাওয়া আকাশে সন্ধ্যার প্রদীপ থাকে স্তিমিত,
যখন চাঁদ মেঘের দরজায় এসে হারিয়ে যায়।
যখন সন্ধ্যার ছায়া ঘরে প্রবেশ করে অদ্ভূদ আবীর রং
যখন জানালার বাইরে রাতের আকাশে হাজারবার দিন দেখা যায়
যখন নিরবতার মাঝে শোনা যায় হারানো গানের কলি,
যখন নকশি কাথার ভেতর কবিতার খাতায় থাকে সহস্রযোজন শীত
তখন আমার মন তোমাকে চেয়েছে এখানে ওখানে সর্বত্র
যেখানে প্রেম ছিল সর্বস্ব।

বাঁধভাঙার উচ্ছ্বাসে

ফারজানা রহমান
সহকারী পরিচালক
জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

জানো প্রিয়, ইচ্ছে করে
কেউ আমাকে বলার ছলেই বলে ফেলুক,
'ভালোবাসি'।
শাড়ির ভাঁজটা ঠিক করে দেয়ার ছলে
একটুখানি কাছে এসে,
আলতো করে জড়িয়ে ধরে বলেই ফেলুক
ভালবাসি - ভালবাসি।
প্রিয়, বড্ড বেশি ইচ্ছে করে,
কেউ আমাকে টিপের সাথে-
কপাল জুড়ে এঁকে দিক দুষ্টু আদর।
বরষা রাতে ঠোঁটের কোনে লজ্জা ভেঙে-
স্বার্থপরের খোলস হতে বেরিয়ে এসে বলেই ফেলুক
ভালবাসি-ভালবাসি।
ইচ্ছে করে কেউ আমার ঘোমটা তুলে লাজুক চোখে,
হিংস্র থাবায় ভেঙে ফেলুক কারাগারের সকল শিকল
ইস্পাত কঠিন মনের ভেতর গড়িয়ে পড়ুক
বিন্দু বিন্দু ভালবাসার কলঙ্কিত ক্ষুদ্র কণা
ইচ্ছে করে চোখের দিকে চোখটি রেখে
বুকের ভেতর মুখ লুকানো লজ্জাটুকু ভেঙে ফেলে বলে ফেলুক
ভালবাসি-ভালবাসি।

সন্ধ্যা

খ. ম. আরিফুল ইসলাম
উপজেলা নির্বাচন অফিসার
বাঁশখালি, চট্টগ্রাম

এবার সন্ধ্যা নামো
অনতি দূরের কাঠের বনের পরে
ক্লান্ত ঘোড়ার খুরে, থেমে থেমে
সন্ধ্যা তুমি নামো।

দেখনি কি তুমি! আলেয়ার খোলা চুলে?
উড়ে এসে বসে কুয়াশার অবসাদ,
তেমন আলতো করে
লাজরাংগা ফুটে উঠো আত্মভূলে।

শেষ কটা গুনের টানে
ধীর লয়ে ঢেউহীন পাড়ে
চুলা জ্বেলে সন্ধ্যাপ্রদিপের ন্যায়
ফূয়ে ফূয়ে প্রানে।

সন্ধ্যা আসো তৈলারদ্বিপে
ধুলোমাখা শিশুর পুরনো উলের
জামায় আর দুরন্তপনা
মায়ের কাছে সপে।

কীষানির কম্পিত হাত
ভারবওয়া মহীষির বানে
কার শিশু বাঁচে মরে
সন্ধ্যা! করে জানিবার স্বাধ?
তবু এস সন্ধ্যা, এস ধীরে
সকল কাজের ছুটি দিয়ে
সাইরেন দিয়ে নয়
রেলের পাথর হীম করে।

অনুশোচনা

মোঃ আবুল হাসনাত
উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা
জৈন্তাপুর, সিলেট

আর দশটা দিনের মতোই ছিল দিনটি
হ্যাঁ সত্যিই। কোন পরিবর্তন নেই
সূর্য উঠা থেকে গুধুলি পর্যন্ত,
ভালই যাচ্ছিল, ভালই আছি।
ধন-সম্পদ, টাকা পয়সা আছে সবই
ভাল লাগার দুনিয়াটা আমার বিশাল
সুখ আমার আষ্ঠেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে
ভালবাসা আছে বাতাসের মতো ঘিরে।
কিন্তু মনের কোনের সেই কালো মেঘটা
যা পঁচিশ বছর আগের ভুল
তা আমাকে কুড়ে কুড়ে খায়;
আজ পঞ্চাশে এসে বৃষ্টি হতে চায়
একটি সবুজ কভারের বই-
শুধু একটি বই আমার ভিতরে ঝড় তুলে
সবকিছু তছনছ করে দেয়...
আমার সুখ তুলোর মতোই উড়ে যায়
সিক্ত নয়নে সেই বইটি ছিড়ে ফেলতে চাই
কিন্তু আমার সত্বা আমাকে বাঁধা দেয়,
সবকিছু বাঁচিয়ে রাখতে ইচ্ছা করে
আবারো পঁচিশ বছর আগে ফিরতে চাই;
শুধু একবার, শুধুই একবার-
তার কাছে ফিরে যেতে চাই
বলবো, 'ভুল করেছি'।

অগান্তুকের প্রেম

মোঃ সিহাব উদ্দিন
উপজেলা নির্বাচন অফিসার
আটপাড়া, নেত্রকোণা

তোমার চপল চাহনি
আমাকে করেছে বিরহী
তোমার বর্ণিল ঢঙে
আমি হয়েছি বিমোহিত
তোমার অঙ্গভঙ্গিতে
আমি হয়েছি স্পন্দিত
পিএটিসির গোলাপ হেরেছে
তোমার সৌন্দর্য্যের কাছে
তুমি আফ্রোদিতি হয়ে
জয় করেছো অনেকের হৃদয়
আমি বলি কিনা তুমি না হয় উদ্ভাসিত হতে
প্রকম্পন ধ্বনিতে আরও কিছু আগে
জানি তুমি আমাকে ধারণ করেছো
তোমার হৃদয়ের গহীনে
বলতে পারনি
যদি লোকে কিছু বলে।

জোকস

মোঃ আনোয়ার হোসেন
উপজেলা নির্বাচন অফিসার, কচুয়া, চাঁদপুর

১. নববর্ষের আগের দিন। হিমু হেঁটে যাচ্ছিল বনের ভেতর দিয়ে। ঘুটঘুটে অন্ধকার। হঠাৎ
শোনা গেল অশরীরী আওয়াজ,
হিমু: কে? কে কথা বলে?
অশরীরী: ভয় পেয়ো না। আমি ইচ্ছাপূরণ দৈত্য। আজ এই শুভদিনে আমি তোমার একটি ইচ্ছা পূরণ
করব। বলো, কী চাও তুমি?
সাহস ফিরে পেল হিমু। বলল, আমার জন্য পুরো বিশ্ব ভ্রমণ করে আসবে, এমন একটা ট্রেন সার্ভিস
চালু করে দাও, যেন আমি ঘুরে ঘুরে সব দেশের নববর্ষের উৎসব উপভোগ করতে পারি।
দৈত্য: এটা তো খুব কঠিন কাজ। তুমি বরং অন্য কিছু চাও।
হিমু: তাহলে আমাকে এমন ক্ষমতা দাও, আমি যেন মেয়েদের মন বুঝতে পারি।
দৈত্য: ট্রেন কি এসি, নাকি নন-এসি লাগবে?

২. পাঁচ বছরের মেয়ে আর স্বামীকে নিয়ে বাবার দেয়া নতুন বাড়িতে উঠলেন মিসেস করিম।
মেয়ে বলল, আম্মু এই বাড়িটা কার ?
: আমার, তোমার নানু এটা আমাকে গিফট করেছেন।
: বল কি! এত বড় র‍্যাপিং পেপার নানু পেল কোথায় ?

৩. এফএম রেডিও স্টেশনে কল করল: বল্টু
হ্যালো, এটা কী এফএম ৯৭.৫ ??

ঋ.গ : জি, বলুন।
বল্টু : আমার কথা কী পুরা শহরে শোনা যাচ্ছে ?
ঋ.গ : হ্যাঁ, সবাই শুনতে পাচ্ছে বলুন।
বল্টু : তারমানে আমার বোন যে রেডিও শুনছে, সেও শুনতে পাচ্ছে ?
ঋ.গ : (রাগতস্বরে) আরে বেকুব হ্যাঁ.................

বল্টু : হ্যালো পিংকি, যদি আমার কথা শুনতে পাস তাহলে জলদি পানির মোটর চালু কর।
আমি টয়লেটে বইসা আছি আর পানি শেষ। তোর নাম্বারটাও বন্ধ। জলদি কর...... !

নির্বাচন ভবন

নির্বাচন ভবনে
আপনাকে স্বাগতম
PM
Sunday
অভ্যর্থনা
Reception

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন ভবন, প্লট-ই, ১৪/জেড-এ, আগারগাঁও, ঢাকা।